

श्रिवित निवय



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 32 Issue ● 2 February, 2022, Wednesday ● ১৯ মাঘ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

আগামী ২৫ বছরের দিক নির্দেশকারী বাজেট: বিপ্লব

কেন্দ্রের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটকে জনহিতকর, জনকল্যাণমুখী, ৩৭ হাজার কোটি টাকার সংস্থান আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গড়ার এবং আগামী ২৫ বছরের দিক নির্দেশকারী বাজেট বলে অভিহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আজ কেন্দ্রের ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কোভিড পরিস্থিতিতে পেপারলেস এবং ডিজিটাল, ঐতিহাসিক বাজেট পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৫ বছর দেশের নাগরিকের ভবিষ্যৎ এই বাজেটের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি

বলেন, পিএম কিষাণ সম্মাননিধি

সাবস্টেশনে

হামলা,মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

অমরপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। আহাকী

আইন-শৃঙ্খলা! নাইট কারফিউতে

মদমত্ত দাদারা এসে পিটিয়ে যাচ্ছেন

বিদ্যৎ নিগম'র কর্মীদের। ভাঙচুর

চালিয়ে যায়। পুলিশ চব্বিশ ঘন্টা

পরেও কাউকে ধরেনি।

অমর পুরের গোবিন্দটিলার

সাবস্টেশনে এসে সোমবার রাতে

কিছু যুবক গালাগালি করতে থাকে।

নিরাপত্তা কর্মী শিমূল দাস এগিয়ে

এলে তাকে জিজ্ঞেস করে বিদ্যুৎ

সরবরাহ নেই কেন। শিমূল পাওয়ার

নেই বলে তাদের জানান। যুবকেরা

আরও ক্ষেপে গিয়ে তাকে মারতে

শুরু করেন। চিৎকারে ম্যানেজার

ও অন্যান্যরা এগিয়ে এলে তাদেরও

মারতে যান যুবকেরা। ম্যানেজার

রতন দাস ও দুই কর্মী মিঠুন দে,

স্বপন গোস্বামী পালিয়ে জঙ্গলে

লুকিয়ে নিজেদের মারের হাত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। হিন্দি

বলয়ের ৮ঙে ঘোড়া কেনাবেচার

মহড়া এবার শুরু হয়েছে এ

রাজ্যেও। ২০২৩ সালে ক্ষমতা

দখল নিশ্চিত করতে বিজেপি

এবার টার্গেট করছে পাহাড়কেই,

এই তথ্য দিচ্ছে বিজেপিরই এক

শীর্ষ সূত্র। গোটা দেশে অসম্ভবকে

সম্ভব করতে পারে একমাত্র যে

রাজনৈতিক দল তার নাম বিজেপি।

শুধুমাত্র সম্ভবটাও অসম্ভব হয়ে

সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ফসল ক্রয় করার সংস্থান এই বাজেটে রয়েছে। এরজন্য ২ লক্ষ রাখা হয়েছে বাজেটে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এবারকার

প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যুনতম অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী করে ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের উপর পিএম গতিশক্তির মাধ্যমে ১৬টি দফতরকে নিয়ে সরাসরি মনিটরিং করার সংস্থান রয়েছে এই বাজেটে। আগামী তিন বছরে ৪০০টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা হবে।



বাজেটে দেশের ৮০ লক্ষ পরিবারকে ঘর দেওয়া হবে। জল জীবন মিশন প্রকল্পে ৬০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে বাজেটে। ২০২৩ অর্থবছরে ২৫ হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ৬০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। প্রসারিত করা হবে। এর সুফল ত্রিপুরাও পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। শুধু

এই নির্দেশিকাতেই সরকার পক্ষ যে

অদুরদর্শিতার ছাপ রেখেছেন তা

নয়। নির্দেশ জারি করে ১০ নম্বর

পয়েন্টে বলা হয়েছে — 'বাড়ি

অথবা কর্মক্ষেত্র থেকে বিনা কারণে

কেউ বের হতে পারবেন না।

প্রয়োজন থাকলে, চুড়ান্ত কোভিড

বিধি মেনেই বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রের

বাইরে যাওয়া যেতে পারে।

পরিবারের সদস্য বহির্ভূত বাকি

সকল নাগরিককেই কঠোরভাবে

একে অপরের কাছ থেকে ছয় ফুট

দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে।

রাস্তা এবং অন্যান্য পাবলিক প্লেসে

সবসময় এ নিয়ম মেনে চলতে

গোয়ায় হাতেগোনা বিধায়ক নিয়ে

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের

ছোঁয়ায় সরকার গঠন করে

ফেলেছিলো বিজেপি। একইভাবে

মণিপুরেও সরকার গঠন করেছিলো

তারা। এবার ২০২৩'র ভোট একটু

ভিন্নরকম ইঙ্গিত দিচ্ছে এটা বুঝতে

পেরেই বেছে বেছে পাহাড়ের চার

থেকে পাঁচ এডিসি সদস্যকে কোটি

টাকার কাঞ্চনমূল্যে কিনে নেওয়ার

উদ্যোগ চলছে বলেও খবর। নাম

প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র বলছে

এরপর দুইয়ের পাতায় । হবে। শুধুমাত্র একই পরিবারের

গিয়েছে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। এছাড়া বিজেপি বুঝেই গিয়েছে

সারা দেশের ২ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়িকে আরও উন্নতিকরণ করা হবে। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে রোজগারের সৃষ্টি করা হবে। মেক ইন ইভিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে এই বাজেটে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের কথা চিস্তা

অথবা অন্য জায়গায় পাশাপাশি

কিভাবে রাজ্যের মুখ্যসচিব একটি

নির্দেশিকা স্বাক্ষর করতে পারেন,

তা নিয়ে সব মহলেই আলোচনা

শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এখানে

আইপিএফটি কিংবা বিজেপির

জনজাতি মোর্চা আগামী ভোটেও

পাহাড়ে কিছু করতে পারবে না।

পাহাড়ের কুড়িটি আসন দখল

করতে হলে তিপ্রা মথা'কে কজা

করতে হবে। আর পাহাড়ের কুড়িটি

আসন কজায় না এলে বিজেপি যে

ক্ষমতা দখল করতে পারবে না, তাও

তারা দেওয়ালের লিখন পড়তে

পেরেছে। সে কারণে এই মুহূর্তে

বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য

সিপিআইএম কিংবা তৃণমূল অথবা

সুদীপ রায় বর্মণদেরকে

নতুন নির্দেশিকায় বিয়ে বাড়িতে হচ্ছে।

জনমানসে বিপ্রান্তি.

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সদস্যদের এই নিয়ম থেকে বাদ সর্বোচ্চ

দৌশকার প্রথমদিনেই

দেওয়া হবে এবং উনারা রাস্তায় সংখ্যাটিকেও তলে দেওয়া হয়েছে.

হাঁটতে পারবেন। হাস্যকর এবং দুরত্ব মেনে চলতে হবে বলার কি

অত্যন্ত হাস্যকর এই যুক্তিটি দিয়ে মানে ? প্রশ্ন এটাও, যদি সত্যিই

10. People should avoid unnecessary movement outside home or workplace. In case of need,

movement may take place by following aggressive COVID appropriate behaviour. All

feet (2 Yards X 2 Yards) distance from each other on roads and other public places at al

করোনাবিধির নতুন গাইডলাইনে স্পস্তত বলা হয়েছে, একই পরিবারের

সদস্য ছাড়া যদি কেউ পথেঘাটে বেরোন, তাহলে ছয় ফুট দূরত্ব বজায়

রাখতে হবে। নির্দেশিকাটির ১০ নম্বর পয়েন্টে এই নিয়ম উল্লেখিত।

times. Only family members are exempted (they can walk on road and other places

persons other than family members (not as a member of a family) shall maintain strictly 6

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনায় আরও ১ কোটি মহিলাদের নতুন গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে। ৭৫টি ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট চাল করা হবে। তিনি বলেন, এই বাজেটে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ড্রোন পদ্ধতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে ড্রোন তৈরির জন্য স্টার্ট আপ ইন্ডিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ফল, সজি চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্থান রয়েছে এই বাজেটে। প্রতিরক্ষা খাতেও বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে এই বাজেটে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা সামগ্রী তৈরিতে ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আরবিআই-র অধীনে ডিজিটাল মুদ্রা চালু করা হবে। দিব্যাঙ্গদের জন্য কর ছাড় প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

সেখানে রাস্তায় সকলকে ছয় ফুট

রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় সকল

নাগরিককে ছয় ফুট দূরত্ব রেখে

চলতে হয়, তাহলে দিকে দিকে প্রতি

মুহর্তেই তো করোনা বিধি উল্লঙ্খিত

রাজনৈতিকভাবে থামিয়ে দেওয়া

নয়, তিপ্রা মথা'কে লক্ষ্মণ রেখায়

আটকে দেওয়াই বিজেপির একমাত্র

কাজ। তাদের একেবারে সরল অংক

পাহাড়ে তিপ্রা মথাকে রুখে দেওয়া গেলে বিজেপির জয় কেউ

আটকাতে পারবে না। আর তিপ্রা

মথা'র মতিগতি দেখে বিজেপি এটা

বুঝতে পেরেছে তারা বিজেপির

সঙ্গে জোটেও যাবে না। ফলে,

কংগ্রেস-সিপিআইএম-তৃণমূল

কিংবা সুদীপ রায় বর্মণদের ছাড়

এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারি নীতির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পর, ১ ফেব্রুয়ারি।। ব্যাঙের তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুণগতমান নিয়ে গোমতী জেলা সদর উদয়পুরে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ, তারা ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরের ল্যাবরেটরি চালাতে শুরু করেছেন। মুল্যের কমিশন পান সেহেতু সংক্রান্ত যে নোটিফিকেশন জারি হয় এতে প্যাথলোজি চালানোর উদয়পুরে এর একটি শর্তও রক্ষিত হচ্ছে না — এমনটাই অভিযোগ। উদয়পুর মহকুমায় প্রায় ৪২টি প্যাথলোজিক্যাল ল্যাবরেটরি রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে এক-দুটো ছাড়া বাদবাকি সবগুলোই কোনওরকম● এরপর দুইয়ের পাতায়

বেতন কাটা গেল ১১ শ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।।** এক ধাপে পুলিশের নিচুস্তরের ১১'শ কর্মীর বেতন কেটে নেওয়া হলো। গোমতী জেলায় কর্মরত ১১'শ পলিশের বেতন ৭ থেকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পুলিশের মধ্যে। এর আগে পশ্চিম জেলার পুলিশ কর্মীদের বেতন থেকে টাকা কাটা হয়েছিল। জানা গেছে, কনস্টেবল থেকে সাব ইন্সপেকটর পর্যন্ত পুলিশ কর্মীরা বছরে এক মাসের বেতন বেশি পেয়ে থাকেন। এই হিসেবে ত্রিপুরা পলিশের এই স্তরের কর্মীরা প্রত্যেক বছর বেশি টাকা পান। কিন্তু গত কয়েক বছরে এক মাসের অতিরিক্ত টাকা দিতে গিয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। এই ভুল থানাস্তরে কর্মরত পলিশ কর্মীদের ছিল না।তবু তাদের থেকে এখন টাকা কেটে নেওয়া হলো। মঙ্গলবার বেতন হতেই ৭ থেকে ১২ হাজার টাকা কম পান কনস্টেবল থেকে শুরু করে সাব ইনসপেকটররা। অডিটে তাদের বেশি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে ধরা পড়ে। এরপরই বেতন থেকে কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য পলিশ।তবে এক দফায় সব টাকা কেটে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ পুলিশ কর্মীরা।একসঙ্গে এত টাকা কেটে নেওয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসে সংসার চালাতে কষ্ট হবে বলে অনেক পুলিশ কর্মীরাই বলার চেষ্টা করেছেন। অথচ তাদের কথা শোনার কেউ নেই বলে অভিযোগ।

আদ্যশ্ৰাদ্ধ

গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র গুছে যাবে ছাতার মতো গজিয়ে উঠা প্যাথলোজিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং জারি করা বিধিমালা উল্লঙ্ঘন করে নিজেদের মর্জিমাফিকভাবে আর ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করানো হলে চিকিৎসকরা যেহেত চডা কোনও চিকিৎসকই এ নিয়ে আর কোনও কথা বলেন না। বরং প্যাথলোজিগুলোকে ছাড় দিতেই যেন তাদের মনেও এক বাড়তি আনন্দের সৃষ্টি হয়। গত বছরের ২৪ আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বাহুবলী বলেই দফতরের তরফে প্যাথলোজি ক্ষেত্রে যে নীতি নির্দেশিকা ধার্য করে দেওয়া হয় অন্তত উদয়পুর মহকুমায় বলা ভালো গোমতী জেলা সদর

পুলিশ কর্মীর আসামি রৈ চম্পট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা পুলিশের পোডা মুখে ঘা কেবলই দগদগে হচ্ছে। দক্ষিণ জেলার বাইখোডা থানা থেকে পুলিশ রিমান্ডে থাকা আসামি পালিয়ে গেছেন। লক-আপের সিলিং ভেঙে টিনের ছাউনি সরিয়ে পালিয়ে গেছেন আসামি থৈলেন্দ্র রিয়াং। বাইখোডা থানার কোনও পলিশ অফিসারই এই ব্যাপারে কিছ প্রতিক্রিয়া দেননি। ত্রিপুরায় পুলিশের হেফাজতে থাকার সময়ে মৃত্যু, বিচারবিভাগীয়



হেফাজতে মতা. হেফাজত থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রে যক্ত আসামির পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি গত কয়েক বছরে যেন রুটিন হয়ে দাঁডিয়েছে। রবিবারে বাইখোডা বাজার থেকে থৈলেন্দ্র রিয়াং-কে নেশাবস্তু-সহ পূলিশ আটক করে সোমবারে আদালতে পেশ করে। আদালত থেকে তিনদিনের রিমান্ডে আনে বাইখোড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালের দিকে লক-আপ'র সিলিং ভেঙে থৈলেন্দ্র পালিয়ে 🏽 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায়

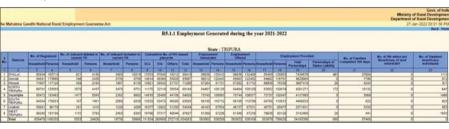
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য প্রশাসনের মাঝারিস্তরে বদলি হলেন ৯ জন অফিসার। অনিমেষ ধরকে আবারও ফিরিয়ে আনা হয়েছে আগরতলায়। কয়েক মাস আগেই সদরের ডিসিএম থেকে অনিমেষ ধরকে কাঞ্চনপুরে বদলি করা হয়েছিল। এবার তাকে আনা হয়েছে মহাকরণে ডেপুটি স্টেট প্রোটোকল অফিসার করে। বদলি তালিকায় রয়েছেন রূপাঞ্জন দাস। তাকে বিশালগড়ের মহকুমা শাসক অফিসে ডেপটি কালেকটর হিসেবে বদলি করা হয়েছে। সোমা দেবকে কুমারঘাট মহকুমা শাসক অফিসে, প্রদীপ রিয়াংকে তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরে, কবিতা দেববর্মাকে সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতরে, অ্যামেলিয়া রিয়াংকে স্বল্প আয় দফতরে বদলি করা হয়েছে। কারা দফতরে ওএসডি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জিডিয়ন মলসুমকে। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের উপসচিব এস কে দেববর্মা এ নির্দেশিকাটি

একশো দিনের কাজের

আগরতলা. ১ ফেব্রুয়ারি।। কথা ছিলো ১০০ দিনের নিশ্চিত কাজের পরিবর্তে বছরে রেগা শ্রমিকরা পাবেন ২০০ দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থান। যাতে করে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অর্থাৎ তারা কর্মহীন ছিলেন। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য থেকে এই চিত্র ফটে উঠেছে। যদিও রাজ্য সরকারের বক্তব্য, প্রতি বছরে রেগার বরাদ্দ বাডছে।গ্রামে ঢালাও হারে রেগার কাজ চলছে। আগের চেয়ে নাকি অর্থ প্রবাহ বহুগুণ বেড়ে

নামও লিপিবদ্ধ থাকে। এর মধ্যে মোট ৮,৩০,১৬৯ জন শ্রমিককে কাজের অনমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু কাজ পেয়েছেন ৭,৯৮,৬২৮ জন শ্রমিক। গত ২৭ জানয়ারি পর্যন্ত রেগায় সর্বমোট কাজ হয়েছে ৩,৪১,৮৮,৩৯৮ শ্রম দিবসের। সেই



সরকারের নিশ্চিত কর্মসংস্থানে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ২০০ দিন দুরে থাক ১০০ দিনের কাজের মধ্যেও গত এক বছরে রাজ্যের রেগা শ্রমিকরা গডে কাজ পেয়েছেন মাত্র ৪৩ দিন। বাদবাকি ৫৭ দিন শ্রমিকরা কোনও কাজই পাননি। আরও পরম আশ্চর্যের ঘটনা রাজ্যের ৯৯৫৪টি জব কার্ডের মধ্যে ৩১৫৪১ জন রেগা শ্রমিক কোনও কাজই পাননি।

গিয়েছে। কিন্ধ সরকারের এ দাবি কেন্দ্র সরকারের তথেইে বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ৫,৯৩,৮৬৫টি জব কার্ডের মধ্যে ৮,৩০,২৮৯ জন শ্রমিক রেগার কাজের আবেদন করছেলেন। উল্লেখ্য, একটি পরিবারের মাত্র একটি জব কার্ডই দেওয়া হয়। যে জব কার্ডে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দিন।

হিসেবে শ্রমিকরা গডে কাজ পেয়েছেন ৪৩ দিন। যা প্রতি মাসের হিসেবে গড়ে ৪/৫ দিন। সেই হিসাব অনুযায়ী ধলাই জেলায় গত এক বছরে রেগায় কাজ হয়েছে ৫৯ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে ৫ দিন। গোমতী জেলায় গত এক বছরে কাজ হয়েছে মাত্র ৪০ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে ৪ দিন। খোয়াই জেলায় গত এক বছরে কাজ হয়েছে ৪৭

বিশেষ ছাড় প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। আইন-কানুন-নিয়ম-বিধি সবকিছুই নাকি সাধারণ আর গরিবের জন্য। ধর্নাঢ্যদের জন্য আইন-কানুনের



বেড়াজাল তাদের জন্য নয়। এমন রসিকতা ভরা গালগল্প এখন উদয়পুরের অলিতে গলিতে। জানা গেছে, রাস্তার পাশে স্টল দাঁড় করিয়ে সাধারণ হকারকে পুরপরিষদ তুলে দিলেও সরকারি জমি দখল করে ধর্নাঢ্য পরিবার বসার জায়গা বানালেও পুরসভা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। এমনই কাণ্ড দেখা গিয়েছে উদয়পুরে। জানা গেছে, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান শীতল 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। মহাকরণের অলিন্দে থেকে পোস্টিং দিয়ে সিনিয়র-জুনিয়র জট পাকানো ক্ষমতার রিফ্লেক্টেড গ্লোরি পুলিশেও লেগেছে। সিনিয়র অফিসারকে ওসি হিসেবে রেখে জুনিয়র অফিসারকে ওসি করে পাঠানো হয়েছিল কাঁকড়াবন থানায়। জুনিয়রের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে সিনিয়রকে, তারপর থেকে যেতে হবে সেই থানায়ই। এই থানাই দুই মহিলা সাংবাদিককে আসামে আটক করে রাজ্যে এনে গ্রেফতার করেছিল কঠিন কঠিন ধারায়, যদিও আদালতে প্রথম দিনেই জামিন পেয়ে যান তারা। সারা দেশ জেনেছিল, সুপ্রিম কোর্ট সেই তদন্ত স্থগিতও করে দিয়েছে। কাঁকড়াবন থানার ওসি ইন্সপেকটর সুব্রত বর্মন, তাকে রেখেই মহারানি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অ্যাডহক ইন্সপেকটর শঙ্কর সাহা-কে ওসি করে পাঠানো হয়। আবার কাঁকড়াবন থানায়ই আছেন অ্যাডহক ইন্সপেকটর মাধবী দেববর্মা। সুব্রত বর্মন ২০০৩ সালে পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, মাধবী দেববর্মা যোগ দিয়েছেন ২০০৭ সালে। শঙ্কর সাহা যোগ দিয়েছেন ২০১০ সালে। শৃঙ্খলিত

বাহিনীতে এই রকম চাপিয়ে দেওয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পোস্টিং নিয়ে পুরো গোমতী জেলায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয় পলিশে। বেশ কয়েকদিন আগে এই বদলির নির্দেশ হলেও শঙ্কর সাহা চার্জ নিতে আসেননি। ক্ষোভের চাপে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারে সূত্রত বর্মনকে গোমতী'র এসপি অফিসে বদলি করেছে। মাধবী দেববর্মাকে আর কে পুর থানায় পাঠানো হয়েছে। আবার এই বদলির ফলে শূন্যস্থান অদল-বদলে



হয়েছে। আর কে পুর থানা থেকে মহারানি ফাঁড়িতে ওসি করে পাঠানো হয়েছে এসআই দেবব্ৰত দত্তকে, এই থানারই এসআই বকুলজয় রিয়াংকে তুলামুড়া ফাঁড়ির ওসি করে পাঠানো হয়েছে। এসআই রূপক বৈদ্যকে অম্পি থেকে • এরপর দুইয়ের পাতায়

ঢভ'ঘরে আত্মহত্যা সহচ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১ ফেব্রুয়ারি ।। হয়তো গাড়িতে বসেই নিজের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সহচালক বলবিন্দর বুকে আনন্দ নিয়েই বলেছিলেন— 'মে পহচ় গেয়া'। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ১২ চাকার লরি নিয়ে চুরাইবাড়ি পৌঁছান চালক থারসেম সিং এবং সহচালক বলবিন্দর। সরকারি ঘোষণা মোতাবেক, বুধবার হলেই করোনা পরীক্ষা করতে হতো না দু'জনের। চুরাইবাড়িতে করোনা পরীক্ষা নিয়ে নতুন গাইডলাইন জারি হওয়ার একদিন আগে চালক এবং সহচালক দু'জনেই করোনা পরীক্ষা করলেন। চালক রিপোর্ট

রিপোটে চালক পজিটিভ, সহচালক নেগেটিভ!

আসার পর জানতে পারেন তিনি পজিটিভি। সহচালক বলবিন্দরের রিপোর্ট 'নেগেটিভ'। কিন্তু চূড়ান্ত বেদনাদায়ক ঘটনা এটাই, করোনা পজিটিভ হলে চুরাইবাড়ি টেস্টিং সেন্টারের যে ঘরটিতে বসানো হয়, সেই ঘরটিতে নিজের প্যান্টের ডুরি খুলে এদিন আত্মহত্যা করলেন



দিয়ে

বলবিন্দর। ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের গাফিলতি, স্বাস্থ্য দফতরের উদাসীনতা এবং নিরাপত্তার চূড়ান্ত অবহেলা সহ বেশ কিছু বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুর থেকে দীর্ঘপথ পাডি দিয়ে রাজ্যে এসেছিলেন গাডিচালক থারসেম সিং এবং সঙ্গে খালাসি হিসাবে ছিলেন বলবিন্দর কুমার। ৪৮ বছর বয়সি থারসেম আর ৩৩ বছর বয়সি বলবিন্দর সরকারের নিয়ম মেনেই

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে এক নির্দেশিকা জারি হয় যে, ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ থেকে চুরাইবাডি সহ কোনও রেলস্টেশনেই যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা করাতে হবে না। এই নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার একদিন আগেই করোনা পরীক্ষা এবং তার ফলাফল নিয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলবিন্দর বলে সহকর্মীদের অভিযোগ। মঙ্গলবার চুরাইবাড়ি করোনা টেস্টিং সেন্টারে এক লরি খালাসির আত্মহত্যার

ঘটনা 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

গাড়ি নিয়ে উত্তর জেলায় প্রবেশ

করার পর করোনা টেস্ট করান।

আরও কয়েকটি বদলি করতে

প্রথম পাতার পর
 গেছে বলে

খবর। খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ তার

কোনও হদিস পায়নি। সংশ্লিষ্ট

থানাবাবুদের বিরুদ্ধেও এখনও কোনও

ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। থানায় পুলিশ

কী দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেটা

নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ এও

উঠেছে যে আসামি পালিয়ে যাওয়ায়

ব্যাপারে পুলিশের কোনও ভূমিকা আছে

কিনা। সিলিং ভেঙে একজন আসামি

কয়েক সেকেন্ডে পালিয়ে যেতে পারেন

না। সেজন্য যথেষ্ট সময় দরকার। খালি

হাতে সিলিং ভাঙাও খুব সহজ কাজ

নয়। নেশামুক্ত ত্রিপুরা স্লোগানে

আকাশ-বাতাস কাঁপলেও নেশার

কারবার আরও মজবুতই হচ্ছে দিনে

দিনে। ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেটের

ব্যবহার বেড়েছে। ইয়াবা ট্যাবলেট

কয়েক বছর আগেও রাজ্যে অপরিচিত

নাম ছিল, এখন আর নয়। ত্রিপুরার দুই

যুবক নেশা কারবারে জড়িত থাকার

অভিযোগে কর্ণাটকে পর্যন্ত ধরা

পড়েছেন কিছুদিন আগে। নেশার

বাজার বাড়ার পিছনে পুলিশের সাথে

কারবারিদের বোঝাপড়া আছে বলেই

অভিযোগ। বোঝাপড়া না থাকলে নেশা

কারবার চলতে পারে না বলেই মনে

করেন অনেকে। ছাত্রদের মধ্যে নেশার

প্রকোপ বাড়ছে। বেড়েছে মদের দোকান।

খোলা হচ্ছে নতুন নতুন বার। তামাক

নিষিদ্ধ না করেই তামাকমুক্ত ত্রিপুরার

বাজেট : বিপ্লব

সোজা সাপ্টা

সরকারি চাকুরির সুযোগ। পদ প্রায় ৪৯০০। সরকারি নির্দেশে পরীক্ষায় বসলেন প্রায় সোয়া লক্ষ বেকার। কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অস্টম মান উত্তীর্ণ। কিন্তু পরীক্ষা দিলেন এমএ, এম কম, এমএসসি পাস করা বেকাররা। যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস সেখানে পরীক্ষা দিলেন বিই, বিটেক উত্তীর্ণরাও। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই থাকুক না কেন চাকুরি পেতে গেলে বিশেষ করে সরকারি চাকুরি তাতে অন্য যোগ্যতাও প্রয়োজন। কিছুদিন আগেই টিএসআর-এ নিয়োগ নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি। বঞ্চিত বেকাররা পথ অবরোধ, শাসক দলের পার্টি অফিস পর্যন্ত ভাঙচুর হয়েছে। তবে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। প্রায় সোয়া লক্ষ প্রার্থী। স্বাভাবিকভাবেই সোয়া লক্ষ প্রার্থী থেকে ৪৯১০ জনের চাকুরি হলে কিছু ঝামেলা বা অসস্তোষ হবেই। ১০৩২৩ কিন্তু বামেদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। টিএসআর কাণ্ডের পর শাসক দলের অন্দরে একাংশের নাকি আলোচনা যে, ৪৯১০ গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি চাকুরি বর্তমান সরকারের পতন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ ৪৯১০ চাকুরিতে অনিয়ম বা যোগ্যরা বা এতদিন যারা শাসক দল করে এসেছে তারা চাকুরি না পেলে এরাজ্যের বেকারদের মধ্যে ভূমিকম্প হবেই। আর এই ভূমিকম্প ১০৩২৩-র চেয়েও বেশি হতে পারে। আর এই আশঙ্কায় নাকি খোদ শাসক দলের অনেক নেতা-নেত্রী চাইছেন, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের আগে যেন ৪৯১০-র চাকুরি না হয়। এটা তো সত্য যে, সোয়া লক্ষ বেকারের সঙ্গে তাদের পরিবারের কয়েক লক্ষ মানুষও যুক্ত। এখন ৪৯১০ চাকুরি হলে কয়েক লক্ষ মানুষ নিশ্চিতভাবে শাসক দল থেকে সমর্থন তুলে নিতে পারে। তাই নাকি ৪৯১০-র ভাগ্যে এখন বড় ধরনের প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝুলছে।

সদ্যোজাত'র মৃতদেহ উদ্ধার

 আটের পাতার পর - মোড়া সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে সামাজিক অবক্ষয়ের আরো এক নগ্ন চিত্র সমাজকে বিভিন্ন প্রশ্নবানে বিদ্ধ করেছে। কথায় রয়েছে, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। আর এই শিশুদের যখন সদ্যোজাত অবস্থায় পাওয়া যায় জঞ্জালে কিংবা ছড়ার জলে পলিথিনে ব্যাগে মোড়া ভাসমান অবস্থায় তখন বলার মতো আর কোন ভাষাই থাকে না সমাজের কাছে। সামাজিক অবক্ষয়ের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কল্যাণপুর থানা এলাকার দক্ষিণ ঘিলাতলী'র পাল পাড়ায় পথ চলতি সাধারণ মানুষ পাকা সেতৃটির জঙ্গলাকীর্ণ আস্তানায় হঠাৎ প্রাকৃতিক কার্য করতে গিয়ে লক্ষ্য করে যে ছড়ার জলের মাঝখানে একটি রঙিন পলিথিনের ব্যাগে মোড়া একটি সদ্যোজাত ফুটফুটে শিশু ভাসমান অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই পথ চলতি আরো জনা-কয়েক সাধারণ মানুষ এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আঁতকে উঠে। এই খবরটি চাউর হতেই ধীরে ধীরে গোটা এলাকার মানুষ জন ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ করতে ভিড় জমায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশ বাবুদের। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে খাকি উর্দিধারী বাবুরা। পরবর্তীতে ছড়ার জলে পলিথিনে মোড়া সদ্যোজাত এই মৃত শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তবে কে বা কারা, কখন নিজেদের পাপ ঢাকতে এই নিষ্পাপ সদ্যোজাত শিশুটিকে জনসমাগমের অলক্ষ্যে এই পাকা সেতুর নিচে ছড়ার জলে এনে ফেলেছে সেই বিষয়ে এখনো কোনো কিছু স্পষ্ট জানা যায় নি। তবে এইদিকে কল্যাণপুরের দক্ষিণ ঘিলাতলী এলাকায় একটি সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে গোটা এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ছি ছি রব বিরাজ করছে।

বধুর রহস্যজনক সু

হয়েছে চন্দনার। এদিকে সোমবার রাতে চন্দনার স্বামী কালী পূজাতে

যান। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন।

এদিকে, মৃতার ভাই জানান, চন্দনার স্বামী নাকি গাঁজা ক্ষেত থেকে

বাড়িতে এসে দেখেছেন স্ত্রী ফাঁসিতে ঝুলে আছে। মঙ্গলবার সকালে

এই ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হয়। এরপরই সবাই ভীড় করে

সজল মালাকারের বাড়িতে। মৃতার ভাই মহিলা থানার পুলিশকেও

জানিয়েছেন তার বোন কোনভাবেই আত্মহত্যা করতে পারেন না।

হয়তো তাকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এখন পুলিশ অস্বাভাবিক।

মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদস্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ময়নাতদস্তের

রিপোর্ট হাতে আসলেই মৃত্যুর আসল কারণ বেরিয়ে আসতে পারে।

বাজেটকে স্বাগত মোদির

ছয়ের পাতার পর সাহায্য করতে ১ লক্ষ কোটির তহবিল, ৪০০টি

নতন সপারফাস্ট বন্দে ভারত টেন. ২৫ হাজার কিলোমিটার নতন রাস্তা.

পড়ুয়াদের সুবিধার্থে ২০০টি টিভি চ্যানেল, জাতীয় পেনশন প্রকল্পে কর

ছাড় ১৪ শতাংশ, চালু হচ্ছে চিপ যুক্ত ই-পাসপোর্ট পরিয়েবা। **সস্তা হচ্ছে**

ঃ পোশাক, হীরে এবং মূল্যবান রত্ন, ইমিটেশনের গয়না, জুতো, চামড়ার

ব্যাগ, পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক স্টিলের

উপজাত দ্রব্য, মোবাইল ফোন চার্জার, কৃষি সরঞ্জাম, দাম বাড়ছে ঃ বিদেশি

ডদ্ধার ৪ জনের দেহ

সিংহ খেরওয়ার বলেন, " আমরা দুর্ঘটনার খবর পেয়েছি। ইসিএলের

নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে আমরা বৈঠকও করেছি। সব দিক থেকে বিষয়টি

খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইনমাফিক তদন্ত হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত

পদক্ষেপ করা হবে।" গত ২৬ জানুয়ারি পাণ্ডবেশ্বরে খনি দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কমলো বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম

• **ছয়ের পাতার পর** ব্যবসায়ীরা। এমনিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নাজেহাল

দশা তাঁদের। তার উপর কোভিডের কারণে ব্যবসা তলানিতে। এর মধ্যেই

মাস খানেক আগে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বেড়েছিল। সব মিলিয়ে চরম

অস্বস্তিতে পড়েছিলেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। এবার ১৯ কেজির গ্যাস

ছাতা, বিদেশ থেকে আমদানিকত যেকোনও পণ্য।

হয়েছিল পাঁচ জনের। এ বার দুর্ঘটনা ঘটল ধানবাদে।

মৰ্মান্তিক মৃত্যু

 আটের পাতার পর - বিশেষ করে মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর অঝোরে কাঁদতে থাকেন তার মা। কারণ, তারা বুঝে গিয়েছিলেন আর কোন দিন মেয়েকে ফিরে পাবেন না। অভিমান করেই রত্না নিজের জীবন বিলিয়ে দিল বলে জানান প্রতিবেশীরা।

বিক্রির চেষ্ট

 আটের পাতার পর বলে অভিযোগ। অন্য উপায়ে গাডিটি বিক্রি করে দেওয়ার চেস্টার অভিযোগ উঠল বেসরকারি একটি ফিনান্স সংস্থার বিরুদ্ধেও। যদিও গাড়িটি এখন শংকর দেবনাথ ফিরে পেয়েছেন।

লাঞ্ছিত নাবালিকা

• আটের পাতার পর পুলিশের খাতায় গুড্ডু পলাতক। এদিকে আশঙ্কা করা হচ্ছে, ধর্ষণের মামলা হওয়ায় নাবালিকা মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গেছে গুড্ছ। তাকে লুকিয়ে রেখেছে। নাবালিকা মেয়েটির মোবাইলও সুইচঅফ। পুলিশকে ফাঁকি দিতে গুড্ডু মেয়েটিকে নিয়ে ধর্মনগর লুকিয়ে থাকতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি

• **ছয়ের পাতার পর** রাখা হয় ব্লকচেন পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে যিনি লেন-দেন করছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ এর হিসেবপত্র জানতে পারবেন না।রিজার্ভ ব্যাঙ্কও নিজস্ব ব্লকচেন প্রযুক্তি চালু বরবে বলে জানানো হয়েছে।

 প্রথম পাতার পর
 কাঁকড়াবনে পাঠানো হয়েছে। এসআই সুমিত্রা কপালিকে আর কে পুর থেকে কাঁকড়াবনে পাঠানো হয়েছে। এসআই সঞ্জীব শর্মাকে আর কে পুর থেকে পাঠানো হয়েছে শিলাছড়িতে। শিলাছড়িতে এসআই রতন দেববর্মাকে পাঠানো হয়েছে বীরগঞ্জ থানা থেকে। সাধারণ প্রশাসনে ডিএম অফিসে আনকোরা নতুন টিসিএস অফিসারকে বসানো হয়েছে, মহকুমাস্তরে তাদের সিনিয়র অফিসারদের রেখে। ভোটের আগে গুটি সাজাতে গিয়ে জট পাকানো হয়েছে। পুলিশে যাহোক অন্তত এই ক্ষেত্রে ক্ষোভের চাপের মুখে বিষয়টি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সাধারণ প্রশাসনে অফিসারদের আপাত নীরবতায় অলিন্দের ক্ষমতার স্যুইচবোর্ডের চৌকিদারদের বাড়বাড়ন্ত থামছে না।

বিশেষ ছাড়

 প্রথম পাতার পর চন্দ্র মজুমদার অত্যস্ত সজ্জন ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত বলেই তিনি মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছেন না। জানা গেছে, উদয়পুর শহর থেকে ভুবনেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় রাজ্যের তথাকথিত শিল্পপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা পূর্ত দফতরের জমি দখল করে বসার জায়গা বানিয়েছেন। সাধারণ মানুষের চোখে বিষয়টি ঠেকলেও পুরসভার লোকজনদের চোখে নাকি বিষয়টি একেবারেই অদৃশ্য। যে কারণে পুরসভা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে একেবারে। অথচ শহরে নাকি হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে শীঘুই। যা শুরু হয়েছে আগরতলায় এবং ধর্মনগরে সম্প্রতি। সাধারণ হকারদের উচ্ছেদ করে তাদের রুটি-রুজিতে আঘাত হানলেও পক্ষজবাবুদের নাকি ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখা হয়েছে। প্রসভার এক বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, এই পঙ্কজ বিহারী সাহার ছেলের বিয়েতে এসেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ফলে উদয়পুরের নেতা এবং আধিকারিকদের বুঝতে আর অসুবিধা নেই, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পঙ্কজবাবুর দহরম মহরম কতটুকু। এহেন পঙ্কজ বিহারী সাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মুরোদ দেখাতে পারেননি উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার। পুরসভার মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকও সেই পথে পা বাড়াতে চান না। কারণ, এতে করে তাদের উপরই যাবতীয় প্রশাসনিক খাড়া নেমে আসতে পারে। পুরসভার এমন বিমাতৃসুলভ আচরণে এবং পঙ্কজ বিহারী সাহাকে ছাড় দেওয়ার কারণে নগরবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

হামলা, মারধর

তাদের না পেয়ে সাবস্টেশনে রাখা মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেন যুবকেরা। তাদের মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। বীরগঞ্জ থানার পুলিশ রাতেই গোবিন্দটিলায় গিয়েছিল। সকালে থানায় অভিযোগ জানান ম্যানেজার। নাইট কারফিউতে বাড়ি থেকেই বের হওয়া যায় না, আর মদমত্ত দাদারা সাবস্টেশনে এসে কর্মীদের পিটিয়ে, ভাঙচুর করে চলে গেছেন, পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করেনি। টিকি বাঁধা থাকলে আরও কত কী হয়!

হাত বেঁধে

 ছয়ের পাতার পর অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত মিরামকে 'এলএসি লঙ্ঘনের অভিযোগে হেফাজতে নেওয়ার' কথা জানায়। দিপাক্ষিক আলোচনাব প্রব গত বৃহস্পতিবার তাকে ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনার হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের পরে রবিবার টুটিং এলাকায় আপার সিয়াং জেলা প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বাড়ি ফেরানো হয় অপহৃত কিশোরকে।

এএসপি'র গাড়িতে কালো গ্লাস

 তিনের পাতার পর সিপাহিজলা জেলায় পুলিশকে কালো গ্লাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে খুব কমই চোখে পড়ে। যদিও কিছুদিন আগে বিশালগড় মহকুমার নতুন এসডিপিও রাহুল দাস দায়িত্ব নেওয়ার পর তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কারফিউ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন যানবাহন থেকে কাল গ্লাস খুলে দেওয়ার পাশাপাশি জরিমানাও আদায় করতে দেখা যায়। সামনে এবং পিছনে ন্যূনতম ৭০ শতাংশ দেখা যাবে এবং দুই পাশের কাঁচে ন্যুনতম ৫০ শতাংশ স্বচ্ছতা থাকতে হবে সেখানে সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রণধীর দেববর্মার গাড়িতে একেবারে ১০০ শতাংশ কালো কাঁচ। তা নিয়ে পুলিশ মহলেই নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে। যেখানে পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কালো গ্লাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালান সেখানে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারই আইন ভাঙছেন।জানা গেছে, যারা জেড অথবা জেড প্লাস সিকিউরিটি পেয়ে থাকেন একমাত্র তারাই গাড়িতে কালো গ্লাস পেপার

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরাও যখন রাস্তা দিয়ে যান তাদের গাড়িতেও এমন কালো কাঁচ দেখা যায় না, সেখানে সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রণধীর দেববর্মা তার সরকারি গাড়িতে কোথা থেকে পারমিশন পেলেন কালো কাঁচ লাগানোর, আর তার পেছনে কী কারণই বা থাকতে পারে, প্রশ্ন থাকছেই। সিপাহিজলা জেলায় আগের অতিরিক্ত পলিশ সুপার সেই জ্যোতিস্মান দাস চৌধুরীও সেই গাড়িতে করেই চলতেন, তাকে দেখা যায়নি কালো রঙের কাঁচের গাড়িতে। তাহলে সিপাহিজলা জেলায় রণধীর দেববর্মা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নেওয়ার পরই কেন গাড়িতে কালো গ্লাস পেপার লাগাবেন, এই নিয়েই সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুলিশ মহলে চলছে নানা গুঞ্জন। পরিবহণ দফতর এই কালো গ্লাস পেপার লাগানোর জন্য পারমিশন দিয়ে থাকে কিনা না জানা গেলেও রণধীর দেববর্মা

উচ্চ আদালতে আজ শুনানি

 তিনের পাতার পর
 বেঞ্চে আগামী ২ রা ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ দিনই সরকারপক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার কথা। এখন রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কি হলফনামা দেন সেই দিকেই পাঁচ সহস্রাধিক চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকের নজর। শিক্ষকদের পক্ষে আদালতে লডছেন রাজ্যের নামী আইনজীবী শমীক দেব। এখানে উল্লেখনীয় যে, রাজ্য সরকার এই শিক্ষকদের টেট কোয়ালিফাই নয় কেবল অজুহাতে নিয়মিতকরণ আটকে রেখেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশ্ন হল , ত্রিপুরা রাজ্যে টেট চালু হয়েছে ২০১৬ সালে , আর এই শিক্ষকদের ৯৫ ভাগ নিয়োগ হয়েছে ২০১০ বা তার আগে। অর্থাৎ দেশে শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকরী হওয়ার আগে। ফলে ঐ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে টেটের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং আবারো উচ্চ আদালতে রাজ্য সরকার ধরাশায়ী হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা বলেই বঞ্চিত শিক্ষকরা মনে করছে। পাশাপাশি আগামী দিনে ভোটের বাক্সেও এর জবাব পাওয়া যাবে বলেও গুঞ্জন রয়েছে।

ব্যবহার করতে পারবেন। ত্রিপুরা কোন ধরনের পারমিশন নেননি বলে খবর। বিশালগড় মহকুমায় এসডিপিওর দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি একসময় আগরতলা ট্রাফিক ইউনিটের ডিএসপি ছিলেন তখন শহরেও তিনি এই কালো গ্লাস পেপার এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। বিশালগড় আসার পরও কারফিউ চলাকালীন সময়ে তার অফিসের সামনে বিশালগড় থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে ডিউটি করার সময় যেসব গাড়িতে এমন কালো গ্লাস পেপার দেখেছেন তা খুলে দেওয়ার পাশাপাশি জরিমানা আদায় করেছেন। সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রনধীর দেববর্মার গাড়ি নিয়ে চুপচাপ আছেন।

কোর্ট র বকা

রাজ্য সরকার ফলে মামলাটি মুলতুবি রাখা হোক। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত কড়া মনোভাব দেখিয়েছে। আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদালত বলেছে, এটা কোনও বেসরকারি জমি নয়, এটা দেশের জমি, এবং রাজ্য সরকারের অবস্থানে আপত্তি জানিয়েছে। কেন্দ্রের পক্ষে দাঁড়ানো অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল মাধবী দেওয়ান এবং বরিষ্ঠ আইনজীবী এস ওয়াসিম কাদ্রী আদালতকে বলেন যে, তারাও জানেন না যে রাজ্য সরকার অবস্থান বদল করেছে এবং পুনর্বিবেচনা চাইছে। বেঞ্চ রাজ্য যে নতুন অবস্থান নিয়েছে তা মূলতুবি করার আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর ত্রিপুরার রাজস্ব বিভাগের প্রধান সচিবকে ভিডিও কনফারেন্সে ডাকা হয়।তাকে আদালত বলেছে, বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু না বানাতে।

একটি সমৃদ্ধশালী এবং

 প্রথম পাতার পর
 এই বাজেটকে নাগরিককেন্দ্রিক বাজেট বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণকে ধন্যবাদ জানান।

আদ্যশ্রাদ্ধ

 প্রথম পাতার পর মানছেন না। এমনকী পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলো পর্যন্তমানতে নারাজ তারা। অথচ দিনের পর দিন এরা লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে, সরকারি নির্দেশনামা অগ্রাহ্য করছে, রোগীর পরিজনদের পকেট কাটছে একেবারে দিনে ডাকাতির মতো করেই। কিন্তু তারপরেও এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই। কারণ, প্রতিটি ল্যাবরেটরি থেকেই প্রতি মাসে ডাক্তারদের নাম করে হিসেব কষে পাওনা গন্ডা প্যাকেট ভৰ্তি হয়ে চলে যায়, এটাই নাকি রীতি। অথচ এই প্যাথলোজিগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়েও নানা সংশয় তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অভিযোগ, সঠিক পরীক্ষার অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা রোগও ধরতে পারেন না। যে কারণে পরিবার পরিজনদেরকে চুড়াস্ত অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। জানা গেছে, প্রতিটি ল্যাবরেটরিতেই পথক টয়লেট, বাথর•ম থাকার কথা। সরকারি বিধিনিষেধ অনুযায়ী লাল, হলুদ এবং সবুজ রঙের ডাস্টবিন থাকার কথা। ল্যাবরেটরির বাইরের নোটিশ বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা এবং এর পরীক্ষামূল্য ধার্য্য থাকার কথা, নার্স এবং ডাক্তারদের নাম নোটিশ বোর্ডে থাকার কথা, কিন্তু কোথাও এমনটা নেই।বরং অতিমারির সময়েও শারীরিক দুরত্ববিধি না মেনে প্রতিটি ল্যাবরেটরিতেই গাদাগাদি করে বসে থাকার চিত্র ধরা পড়েছে। এ নিয়ে প্রশাসনের তরফেও কোনও হেলদোল না থাকায় মানুষও কোভিড বিধি ভাঙছেন একেবারে খোশ মেজাজেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে তা কেউ জানেন না।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে চল্লিশ দিন

 প্রথম পাতার পর অর্থাৎ মাসে গড়ে ৪ দিন। উত্তর জেলায় গত এক বছরে গড়ে কাজ হয়েছে ৪১ দিন। অর্থাৎ মাসের হিসেবে গড়ে ৪ দিন। সিপাহিজলা জেলায় গত এক বছরে কাজ হয়েছে ৪০ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে কাজ হয়েছে ৪ দিন। দক্ষিণ জেলায় গত এক বছরে কাজ হয়েছে ৪০ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে কাজ হয়েছে ৪ দিন। ঊনকোটি জেলায় গত এক বছরে রেগায় কাজ হয়েছে ৩৯ দিন। পশ্চিম জেলায় গত এক বছরে কাজ হয়েছে ৩৪ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে ৩ দিন। আশ্চর্যজনকভাবেই ৯,৯৫৪টি জব কার্ডের ৩১,৫৪১ জন শ্রমিক কোনও কাজই পাননি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, ২০০ দিনের প্রতিশ্রুতি দূরে থাক, ১০০ দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের। ক্ষেত্রেও গড়ে যখন বছরে ৪০ কিংবা ৪১ দিন কাজ পান কোনও শ্রমিক, তখন একে কি বলা হবে ? তাও আবার ৩১ হাজার শ্রমিক কোনও কাজই পাননি। তারা বুঝতেও পারেননি রেগায় কিভাবে কাজ হয় আর কিভাবে কাজ হয় না। অথচ রাজ্যে বর্তমানে ডবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে। পুর ও নগর ধরলে ট্রিপল ইঞ্জিন চলছে। কিন্তু এই ইঞ্জিনের সরকারে সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থা যে কি দুঃসহ হয়ে রয়েছে তা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট।

ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি

বিজেপি এবার মথা কৈ নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। জানা গেছে, এডিসিতে তিপ্রা মথা র পাঁচ থেকে ছয়জন সদস্যকে যে সমস্ত প্রলোভন দেওয়া হয়েছে এতেই তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছে। তারা নাকি অংক করে দেখেছে, বিজেপির প্রস্তাব মেনে নিলে গোটা জীবন তাদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। এই জীবনে আর কোনওদিন ভোটে না জিতলেও সারা জীবনের কামাই হয়ে যাবে তাদের। সুতরাং বুবাগ্রাকে ভুলে গেলেও তাদের কিছু আসবেও না, যাবেও না। উপরস্কু সারা জীবন সুখের সংসার চলবে। বিনিময় হিসেবে তাদেরকে শুধু তিপ্রা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে হবে। সূত্রটি বলছে, এডিসির এই সদস্যদের সঙ্গে দু'তিনটি বৈঠক হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিজেপির লক্ষ্য এডিসিতে তিপ্রা মথা'কে জব্দ করে বিজেপিরাজ শুরু হলে পাহাড়ে আর তিপ্রা মথা কোমড় সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। ফলে, আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপির জয় আর রুখে কে? ২০২৩'র ক্ষমতা নিশ্চিত করতে বিজেপি এমন ছক কষেই এগোচ্ছে বলেও সূত্রের খবর। নইলে পাহাড় বাদ দিয়ে সমতল নিয়ে যতই হইহটুগোল চলুক, যেনতেনপ্রকারেণ বিজেপি সমতলের সিংহভাগ আসন দখলের চেষ্টা চালাবে। কিন্তু পাহাড়ি আসন নিশ্চিত না হলে যেকোনও দলের পক্ষেই ক্ষমতা দখল কার্যত দিবাস্বপ্নের পর্যায়ে থেকে যায়। সেদিক থেকে বিজেপির রণকৌশল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে বিশল্যকরণের ভূমিকা নেবে বলেও প্রকাশ।

আত্মহত্যা সহচালকের

 প্রথম পাতার পর নিয়ে উক্ত সেন্টারটিতে তুমুল হইচই পড়ে যায়। চুরাইবাড়ি করোনা টেস্টিং সেন্টারের যে ঘরটিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সমস্ত পজিটিভ রোগীদের বসানো হতো, সেই ঘরের জানালায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন বলবিন্দর। জানা গেছে, উনার বাড়ি পাঞ্জাবের পাঠানকোটে। পাঞ্জাব থেকে পিবি ৩৫ জেড/১১৮৭ নম্বরের ১২ চাকার পণ্যবাহী লরি নিয়ে চালক থারসেমের সঙ্গে রাজ্যে আসেন বলবিন্দর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অন্যান্য চালক এবং সহ চালকদের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ঠিক

দু'জনের। পরীক্ষার পরেই সহচালক। এদিন, পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী বলবিন্দরকে 'পজিটিভ' বলে ঘোষণা করেন। এমনটাই সেখানে উপস্থিত একাংশের দাবি। এদিন. সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী বিষয়টি গুছিয়ে বলে উঠতে পারেননি, ঠিক কী কারণে আত্মহত্যা করলেন সহচালক বলবিন্দর। সেখানে উপস্থিত একাংশের ধারণা, সহচালক হয়তো নিজেকে পজিটিভ ভেবে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আরেক মহলের দাবি, হয়তো চালক এবং সহ চালকের মধ্যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়,

ফলাফলে চালক থারসেমকে করোনা পজিটিভ ঘোষণা করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। অন্যদিকে, বলবিন্দরকে নেগেটিভ ঘোষণা করা হয়। তাহলে ভুল বোঝাবুঝিটা কোথায় ? স্বাস্থ্যকর্মী প্রথমে সহচালক বলবিন্দরকে মৌখিকভাবে করোনা পজিটিভ বলেছিলেন? চালক থারসেম নিজে পজিটিভ জেনেও তার সহচালক কে পজিটিভ-এর যে সুনির্দিষ্ট ঘর সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? তৃতীয় সম্ভাবনা এটাও, নিরাপতারক্ষী বা প্রশাসনিক

করোনা পজিটিভের যে সুনির্দিষ্ট ঘরটি, সেখানে একাই ঢুকে পডেছিলেন বলবিন্দর ? স্বভাবতই প্রশ্ন জাগছে, নিজের প্রনের প্যান্ট থেকে ডুরি খুলে কিভাবে জনবহুল একটি টেস্টিং সেন্টারের পার্শ্ববর্তী ঘরে আত্মহত্যা করলো বলবিন্দর? বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক মহলে এদিন কোনও ধরণের হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি। একইভাবে নিরুত্তর জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়। ঠিক কী কারণে করোনা টেস্টিং সেন্টারে নিজের নমুনা দেওয়ার পরেও 'নেগেটিভ' এক সহচালক আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন, তা বোধগম্য হচ্ছে না কারোরই।

প্রয়াত রমেন্দ্র

তিনের পাতার পর রমেন্দ্র দেবনাথ

বামফ্রন্ট শাসনকালে তিনবার ত্রিপরা বিধানসভার স্পিকার পদে বৃত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। সহজ-সরল জীবনযাত্রা এবং সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহারের জন্য শারীরিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পার্টিগত দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য রমেন্দ্র দেবনাথ মহকুমার এবং জেলার সকল অংশের জনগণের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেন। সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী রমেন্দ্র দেবনাথের আকস্মিক প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করছে, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা-সহ পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। সংসদীয় ক্ষেত্রে এবং পার্টিতে তাঁর কাজের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে । এদিকে, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেছেন, কলকাতায় চিকিৎসাধীন বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আমাকে বিস্মিত ও হতবাক করেছে। ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার অধিকারী। আইনজীবী পেশা বেছে নিয়ে ধর্মনগরে কাজ করার সময় থেকেই গরিব-মেহনতি মানুষদের পাশে দাঁড়াতেন, সাহায্য করতেন। আইনি পেশায় ধর্মনগরে যখন তাঁর প্রসার জমে উঠেছিল, তখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আদালতের দৈনন্দিন দায়িত্ব ক্রমশ কমিয়ে এনে সংসদীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছিলেন।

একইভাবে পরীক্ষা হয় এদের আর তাতেই মৃত্যুর পথ বেছে নেন কর্মকর্তাদের চোখ এড়ি যে সিলিন্ডারের দাম কমায় কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থায় ফিরলেন তাঁরা।

• প্রথম পাতার পর এক্ষেত্রে প্রশাসন তবে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ? যেখানে মাঠ ভর্তি দর্শক নিয়ে মন্ত্রিসভার মন্ত্রীর উদ্যোগেই ক্রিকেট খেলা আয়োজিত হয়, যেখানে দল বদলের নামে শত শত মানুষ একসঙ্গে বিনা মাস্কে জড়ো হন, সেখানে নাইট কারফিউ বা বাধ্যতামূলক ছয় ফুটের দূরত্ব কি কারণে নির্দেশিকায় উঠে আসে। মঙ্গলবার শহর এবং রাজ্যের প্রত্যেকটি এলাকাতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে নাইট কারফিউ উঠে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে স্বস্তি দেখা দিয়েছে। তার ছাপ পড়েছে পথেঘাটে এবং সন্ধ্যাকালীন বাজারগুলোতে। রাজ্যজুড়ে দাবি উঠছে, সাধারণ নাগরিকদের হেনস্থা করার নামে প্রশাসন সম্প্রতি যে ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করতো, সে বিষয়টি বন্ধ হোক। দাবি উঠছে, রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নামকাওয়াস্তে যে নাইট কারফিউ দেওয়া আছে সেটি উঠে যাক। গত ৩১ তারিখ রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক নির্দেশিকাটি স্বাক্ষর করে এই আদেশ জারি করেন যে, সিনেমাহলে সুইমিংপুলে ধারণ ক্ষমতার ৫০ শতাংশের বেশি উপস্থিতি থাকা যাবে না। প্রশ্ন এখানেও, যেখানে মল, বিউটি পার্লার, সকাল ছয়টা থেকে। রাত নয়টা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সিনেমাহলে পূর্ণ আসন উপস্থিতিতে করোনার কি হেরফের ঘটবে? এখানেই শেষ নয়, নির্দেশিকায় বলা আছে, রাজ্যের প্রত্যেকটি বাজারে, বাজার কমিটির উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে হবে। এই নির্দেশিকাটিও বাস্তবের মাটিতে শুধুই কলাপাতার সমান। রাজ্যে বলা চলে, একটি বাজারেও এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। একই নির্দেশিকায় মুখ্যসচিব আদেশ করেছেন, সকল রেস্তোরাঁ ধারণ ক্ষমতার ৫০ শতাংশ উপস্থিতিতে ব্যবসা চালাতে পারবে। এই সিদ্ধান্তটি নিয়েও জনমানসে প্রশ্ন রয়েছে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, যেখানে ধর্মীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে খোলা রাখা হয়েছে এবং কতজন সেখানে প্রবেশ করবে বলে কিছু জানানো হয়নি, সেখানে কুড়ি, ত্রিশ বা খুবজোর চল্লিশজন বসতে পারেন এমন রেস্তোরাঁগুলোতে ধারণ ক্ষমতা অর্ধেক করে দেওয়ার কি মানে হতে পারে। নির্দেশিকাটির প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রত্যেক জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন দফতরের প্রধান সচিব ও সচিবদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত এই নির্দেশিকা কার্যকর

বিষয়টি প্রমাণিত রাজ্য প্রশাসনে অভিভাবকের বড়ই অভাব। এদিকে, গেল মাসের শেষ দিনে রাজস্ব দফতরের করোনা কারফিউ বিষয়ক একটি ফাইল থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক করোনা বিধি নিয়ে সর্বশেষ একটি নির্দেশিকা স্বাক্ষর করেন। মোট ছয় পাতার নির্দেশিকায় শ্রী অলক রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা অথরিটির এগজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও স্বাক্ষর করেন। সর্বশেষ নির্দেশিকাটিতে মোট ১৩টি করোনা বিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নতুন এই বিধি কার্যকর হওয়ার শুরুর দিন থেকে নানা ধরনের বৈপরীত্য প্রকাশ্যে আসতে আরম্ভ করলো। নতুন গাইডলাইনে বলা হয়েছে, রাত দশটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত নাইট কারফিউ জারি থাকবে। কনকনে শীতের রাতে রাত দশটার পরে 'ভিড' করার জন্যে যে কেউ শহর বা রাজ্যে পথে নামবেন না, এ বিষয়ে কারোর কোনও সন্দেহ নেই। প্রশ্ন, নাইট কারফিউ রেখে দেওয়ার কি মানে? গত কয়েকদিনের দৈনিক তাপমাত্রার দিকে নজর দিলে স্পষ্টত দেখা যাবে যে, প্রতিদিন তাপমাত্রা ৯ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘুরাফেরা করছে। রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত এবং কুয়াশাও দেখা যাচ্ছে। গত ৩০ তারিখ তাপমাত্রা ছিলো ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই পরিস্থিতিতে নাইট কারফিউ রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত রেখে দেওয়ার যুক্তি একমাত্র ত্রিপুরা দুর্যোগ মোকাবিলা অথরিটির কর্মকর্তারাই দিতে পারবেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রাজ্যের মুখ্যসচিব যখন একটি নির্দেশ জারি করে রাজ্যজুড়ে নাইট কারফিউর কথা বলছেন, তখন অবধারিতভাবে সেই নির্দেশিকাটি পালন করার জন্য প্রশাসনের স্তরে নজরদারির প্রয়োজন। দুঃখের হলেও এটা সত্য, শীতের রাতে শহর আগরতলায় গত ২৪ ঘল্টায়, এমনকী মঙ্গলবার রাতেও পুলিশ বা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নাইট কারফিউ সকলে মানছেন কিনা তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। ভোর পাঁচটার পরেই শহর ধীরে ধীরে জাগতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যজুড়ে নাইট কারফিউ জারি করার সিদ্ধান্তটি যে শুধুমাত্র লোক-দেখানো এবং বৈজ্ঞানিকভাবেও নিথর, তা নিয়ে কারোর মনে সংশয় নেই।

প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফব্রুয়ারি।। আইন পেশা থেকে সংসদীয় রাজনীতি— সর্বত্রই সকলের কাছে 'প্রিয়' ছিলেন রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। আইন পেশা থেকেই রাজনীতিতে পা রাখা। বামপন্থী ভাবধারায় বেড়ে উঠা রমেন্দ্রবাবু ধর্মনগর মহকুমায় ১৯৫৩ সালের ১০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রাজ্যে পৌঁছতেই সংশ্লিষ্ট মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৮ যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে আসছেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ বিধানসভার সদস্য। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ থেকে ২০১৮ সাল টানা ১৫ বছর রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ'র দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজ্য বিধানসভার ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বেশি

রাজ্য সরকারকে

সুপ্রিম কোর্ট'র বকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।।

"রাজনৈতিক ইস্যু বানাবেন না,"

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে বলল সুপ্রিম

কোর্ট; আসাম রাইফেলস'র সাথে

ত্রিপুরা সরকারের জমি নিয়ে

মামলায় বিচারপতি এম আর শাহ

ও বি ভি নাগারত্ন'র বেঞ্চ শুনানিতে

থাকা রাজস্ব দফতরের

আধিকারিককে বলেছে," মনে

করবেন না এটা আপনাদের

রাজ্যের সম্পত্তি। ভারতের সম্পদ।

আপনারা কী মনে করেছেন,

আমরা আসাম রাইফেলসকে জমি

খালি করে দিতে বলব?

আপনাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে

বলুন, এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু না

বানাতে।" "আপনাকে বলছি না,

আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি।"

আগরতলায় আসাম রাইফেলস

যেখানে আছে, তারা ১৯৫১ সাল

থেকে সেখানেই আছে রাষ্ট্রপতির

এক আদেশ বলে। জমির

রাইফেলসের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার

ও ত্রিপুরা সরকার'র মামলা চলছে।

ত্রিপুরা সরকার মামলাটি মুলতবি

রাখতে আবেদন জানায়

আদালতের কাছে। সরকারের

বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার জমিটি

আসাম রাইফেলসের নামে করে

দিতে যে নির্দেশ দিয়েছে, তার

পুনর্বিবেচনা 🏿 **এরপর দুইয়ের পাতা**য়

আসাম

মালিকানা নিয়ে

বছরের অধ্যক্ষ। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। তিনি শোকাহত পরিবার



করেছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা যুবরাজনগর বিধানসভা নির্বাচনি কেন্দ্র থেকে বর্তমান বিধানসভার নির্বাচিত বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মঙ্গলবার কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ডাইবেটিস রোগে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। প্রাণী

সম্পদ বিকাশ দফতরের প্রাক্তন

অধিকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক

ব্যবস্থা নিতে গিয়ে উচ্চ আদালতে

ল্যাজে-গোবরে হলো সরকার।

উচ্চ আদালতের মাননীয়

বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র প্রাণী

সম্পদ বিকাশ দফতরের প্রাক্তন

অধিকর্তা অসিত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে

রাজ্য সরকারের চার্জশিট এবং

শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যাবতীয়

আদেশনামা খারিজ করে দিয়েছেন।

এর ফলে অসিতবাবু যেমন

অভিযোগ মুক্ত হলেন তেমনি

মিথ্যার উপর ভর করে

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠা রাজ্য

সরকারের মুখও কালিমালিপ্ত

হলো। কারণ, সরকার যে

প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলো এবং

ইচ্ছাকৃতভাবেই অসিত চক্রবর্তীকে

ফাঁসানোর চেষ্টা করে শাস্তি

দিয়েছিলো আদালতের রায়ে এটা

প্রমাণিত হয়ে যায়। জানা গেছে,

২০১৭ সালের ১২ অক্টোবর

টিপিএসসি'র মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ

বিকাশ দফতরের অধিকর্তা হিসেবে

আক্রান্ত ছিলেন। নিয়মিত ডাইলসিস নিতেন। তিনি ২০ মার্চ, ২০০৩ থেকে ১৪ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত এক নাগারে নবম, দশম এবং একাদশ বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। তিনিই ত্রিপুরা বিধানসভার একমাত্র অধ্যক্ষ যিনি একনাগাড়ে ১৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। সিপিএম'র তরফে বলা হয়েছে, কলকাতা প্রিটোরিয়া রোডস্থিত ত্রিপুরা ভবনে সিপিআই(এম) নেতা ত্রিপুরা বিধানসভার দীর্ঘদিনের সদস্য, প্রাক্তন স্পিকার আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। কিডনির সমস্যার জন্য তাঁকে নিয়মিত ডায়ালেসিস নিতে হত। চিকিৎসার প্রয়োজনেই তিনি কয়েকদিন আগে কলকাতায় যান এবং মঙ্গলবার তাঁর আগরতলায় ফিরে আসার কথা ছিল। ভবন থেকে আগরতলায়

ডচ্চ আদালতে ফের

এথিকালচারেল রিসার্চ -র

আধিকারিক অসিত চক্রবর্তী এখান

থেকে দু'বছরের লিয়েন নিয়ে তিনি

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের কাজে

যোগ দেন। কিন্তু তার এই চাকরির

এক বছরেরও কম সময়ে অর্থাৎ

২০১৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য

সরকারের পক্ষ থেকে তিনি একটি

নোটিশ পান। যাতে অসিতবাবুর

সম্পর্কে বহু নেতিবাচক কথা উল্লেখ

করা হয়েছিলো। যার প্রেক্ষিতে তাকে

বরখাস্তও করা হয়। এরপর এ

বছরেরই ২৭ ডিসেম্বর অসিতবাবু

তার পূর্বের কর্মস্থল আইসিএআর-এ

ফিরে যান। কিন্তু ২০১৯ সালের ২২

ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের তরফে

অসিত চক্রবতীর বিরুদ্ধে একটি

চার্জশিট দেওয়া হয়। যার প্রেক্ষিতে

অসিতবাবু উচ্চ আদালতকে

জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ২৭

ডিসেম্বর তিনি যেহেতু তার পুরোনো

দফতরে ফিরে গিয়েছেন, তাই

২০১৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য

সরকার তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক

ব্যবস্থা নিতে পারে না।এ নিয়ে গত

২৫ আগস্ট প্রাণী সম্পদ বিকাশ

ড়লো সরকারের

নিযুক্ত হন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর দফতরের প্রাক্তন অধিকর্তা অসিত

কিছক্ষণ আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে কোন চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে ত্রিপুরা ভবনেই প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান।আইন বিষয়ে শিক্ষা শেষ করে ১৯৮৮ সালে তৎকালীন কংগ্রেস-যুব সমিতির জোটের শাসনে চরম সন্ত্রাসের আবহে রমেন্দ্র দেবনাথ সিপিআইএম দলে যোগ দেন। তিনি প্রথমে অবিভক্ত ধর্মনগর মহকুমা কমিটির সদস্য হন। পরবর্তীকালে ধর্মনগর মহকুমা কমিটি বিভাজিত হলে তিনি পানিসাগর মহকুমা কমিটির সদস্য হন। এর কিছুদিন পর উত্তর জেলাকমিটি গঠিত হলে তিনি জেলা কমিটিরও সদস্য হন। ১৯৯৩ সাল থেকে লাগাতারভাবে ৬টি নির্বাচনে রমেন্দ্র দেবনাথ উত্তর জেলার ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন। **● এরপর দইয়ের পাতা**য়

চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে

উচ্চ আদালতে একটি মামলাও

দায়ের করেন। গত ৩১ জানুয়ারি

মামলাটি উচ্চ আদালতে মাননীয়

বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র'র

এজলাসে উঠলে এমন ঘটনায়

মাননীয় বিচারপতি কার্যত বিস্ময়

প্রকাশ করেছেন। কারণ,

অসিতবাবুর আইনজীবী তাপস দত্ত

মজুমদার এবং কৌশিক রায় সুপ্রিম

কোর্টের বিভিন্ন রায় উল্লেখ করে

দেখিয়েছেন, অসিতবাবুর বিরুদ্ধে

সরকারের এ জাতীয় শাস্তিমূলক

প্রতিহিংসাপরায়ণ। উচ্চ আদালতে

দীর্ঘ শুনানির পর মাননীয়

বিচারপতি সূভাশিস তলাপাত্র রাজ্য

সরকার কর্তৃক দায়ের করা চার্জশিট

এবং জারি করা সমস্ত অর্ডার

বাতিল করে দিয়ে প্রাণী সম্পদ

বিকাশ দফতরের প্রাক্তন অধিকর্তা

অসিত চক্রবর্তীকে অভিযোগ

থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। উচ্চ

আদালতের এই রায়ের ফলে কার্যত

রাজ্য সরকারের নাক-কান দটোই

একেবারেই

ব্যবস্থা

প্রতিমার শোক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি **আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি তাঁর শোকা বার্তায় বলেছেন 'যুবরাজ নগর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের অস্তিম প্রস্থান সংবাদ জেনে অত্যস্ত ব্যথিত। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। পরম মঙ্গলয় তাঁর পরিজন ও গুণমুগ্ধদের এই শোক কাটিয়ে উঠার শক্তি প্রদান করুন।'

मुकू বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। করোনা নিয়ে যখন ঢিলেমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য, এই সময়ে প্রত্যেকদিন মৃত্যু সংখ্যা বাড়ছে। মঙ্গলবার আরও ৬ জন সংক্রমিত মারা গেছেন। একদিনে ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। অনেকেই আবার স্বাস্থ্য দফতরের ঢিলেমির অভিযোগ তুলছেন। এমনকি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি নিয়েও প্ৰশ্ন তোলা হচ্ছে। যদি তা না হতো, তাহলে প্রত্যেকদিন মৃত্যুর মিছিল এভাবে লম্বা কেন হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন জনসাধারণের। স্বাস্থ্য দফতর মঙ্গলবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৪ হাজার ১৯৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৮২ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ ৯ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন সব মিলিয়ে ১৪৩ জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। তবে ২৪ ঘণ্টায় করোনা মুক্ত হয়েছেন ৯১৯ জন। রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০২ জনে। এদিন দুপুর পর্যন্ত ৩৫২৫ জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। ২৪ ঘণ্টায় ১১৯২ জন পজিটিভ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশে করোনা আক্রান্ত ৪ লাখ ৯৬ হাজার ২৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চুরি করতে গিয়ে আটক নেশাখোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।।** চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। কয়েকজন মিলে এই চোরকে গণধোলাই দিয়ে প্রলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃত যুবকের নাম দেবাশিস দেববর্মা। তার বাড়ি বোধজংনগর থানার বুড়িবাজারবাড়ি এলাকায়। ঘটনাটি হয়েছে মঙ্গলবার রাতে নন্দননগরের এসডিও চৌমুহনি এলাকায়। এই এলাকাতেই রাস্তার পাশে একটি দোকান থেকে টাকা নিয়ে বের হতেই এক যুবককে ধরে ফেলেন এলাকাবাসীরা। তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়।খবর পেয়ে পলিশ গিয়ে ধত দেবাশিসকে আটক করে। তার কাছ থেকে ব্রাউন সুগারের কৌটাও পায় পুলিশ। দেবাশিস জানিয়েছে, কৌটাগুলি তার। গঙ্গা চৌমুহনিতে একজনের কাছ থেকে কৌটাগুলি কিনেছে। রাস্তার পাশে দোকানটি খালি দেখে চুরি করতে ঢুকেছিল বলে নিজেই স্বীকার করে নেয়। তবে সব মিলিয়ে ক্যাস বাক্সে ২০০ টাকাই পেয়েছিল। দেবাশিসের আরও দাবি, তার সঙ্গে এক বন্ধুও ছিল। কিন্তু সে পালিয়ে গেছে। এদিকে নেশায় আসক্ত যুবকরা দোকান এবং বাড়িঘরে চুরি করছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এদের মধ্যে দেবাশিসও রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল নেশাকারবারিদের গ্রেফতারের দাবি উঠেছে।

প্রফেসর নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষা দফতর গত ৪ বছরে ফেব্রুয়ারি।। বিদ্যালয় শিক্ষা পদগুলি টিপিএসসি'র মাধ্যমে পরণ দফতর পরিচালিত সমস্ত করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। হোস্টেলগুলি আগামীকাল থেকে

খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা দফতর পরিচালিত ডিখি কলেজের হোস্টেল, টেকনিক্যাল কলেজ, ডায়েট ও প্রফেশনাল কলেজগুলি হোস্টেলগুলিতে আগামীকাল থেকে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তাঁর নিজ অফিসকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, করোনার প্রকোপ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের সমস্ত হোস্টেলগুলি পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছিল। হোস্টেলগুলি আগামীকাল থেকে পুনরায় খোলার বিষয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাদফতর এবং উচ্চশিক্ষা দফতর পৃথক পৃথকভাবে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের ডিগ্রি কলেজগুলির জন্য আরও ৪০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডিগ্রি কলেজগুলির জন্য ২২ জন ককবরক বিষয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ

করার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে

শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের টেকনিক্যাল কলেজগুলির জন্য ৫৭টি লেকচারারের পদের নির্বাচিত

খুলছে হোস্টেল, অ্যাসিস্ট্যান্ট

শিক্ষাক্ষেত্রে ৩৪টি সংস্কার করেছে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্যে ত্রিপল আইটি স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ২০টি কলেজকে ন্যাকের আওতায় আনা



শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন চাকরিপ্রাপকদের। খশি মন্ত্রীও। —ছবি নিজস্ব

তালিকা টিপিএসসি থেকে পাওয়া গেছে। শীঘ্রই তাদের নামে অফার ইস্যু করা হবে। এই ৫৭টি লেকচারার পদে নিয়োগ হলে টেকনিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা থাকবে না বলে শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও ডিথি জানান, রাজ্যের কলেজগুলিতে গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এবং শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য আরও ৩৯৫টি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদ সৃষ্টির জন্য অর্থদফতরে পাঠানো হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে

হয়েছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের আইএএস, আইপিএস, আইএফএস ইত্যাদি পরীক্ষার কোচিং এর জন্য লক্ষ্য নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যে ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আগামীদিনে রাজ্যে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষের জুলাই মাস থেকে রাজ্যে একটি ইংরেজি মাধ্যম কলেজ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গত ৪ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার কার্যকর করেছে।

প্রথম অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সার্জারি

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের হৃদরোগের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবায় এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর) ডিপার্টমেন্টের সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। ওপেন হার্ট সার্জারি ও বাইপাস সার্জারির পর এবার জিবি হাসপাতালে প্রথম অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সার্জারি সম্পন্ন হল। গত ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ৫৫ বছর বয়সী উদয়পুরের হারাধন সূত্রধর বুকে ব্যথা নিয়ে জিবি হাসপাতালে আসেন। সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর ক্যাথ ল্যাবে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করলে তার হার্টের একটি ধমনীতে ব্লকেজ ধরা পরে। ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিদেবী তার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করেন। সঙ্গে ছিলেন কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইনচার্জ কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য, ডাঃ অরূপ দেব, ডাঃ সুরজিৎ পাল, ক্যাথ ল্যাব টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ, ক্যাথ ল্যাব নার্স প্রাণকৃষ্ণ দেব, দেবব্রত দেবনাথ, অন্ন বাহাদুর জমাতিয়া ও সুজন সাহু এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ। বর্তমানে রোগীর অবস্থা ভালো রয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রোগীকে ছুটি দেওয়ার কথা ভাবছেন চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পলিশের কাজ করলো বাজার কমিটি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১ ফেব্রুয়ারি।। যে কাজ পুলিশের করার কথা ছিল তা করে দেখালো বাজার কমিটি। জানা যায়, গত ১৭ জানুয়ারি জয়ন্ত দে নামে এক ব্যক্তির টিআর ০১পি-৫২৮৯ নম্বরের একটি বাইক আগরতলার বডদোয়ালি এলাকা থেকে হারানো যায়। পরবর্তী সময় এই ব্যাপারে এডি নগর থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করা হয়। কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে এডিনগর থানার পুলিশ কোনোভাবেই চুরি যাওয়া বাইকটি খুঁজতে চেস্টা করেনি বলে অভিযোগ। পুলিশের যে কাজ করে দেখার কথা ছিল তা করে দেখালো গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজার কমিটি। বাইক মালিক জয়ন্ত দে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাইকটি খুঁজে পায়নি। তবে গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজারে নাইট ডিউটিতে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীরা বাজারের পাশে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় একটি বাইক দেখতে পায়। তারপর এই ব্যাপারে নিরাপত্তারক্ষীরা উক্ত বাজার কমিটিকে জানায়। পরবর্তীতে গকুলনগর রাস্তারমাথা বাজার কমিটির লোকেরা বাইকের আসল মালিক খুঁজে বের করে এবং মঙ্গলবার বাইক মালিক জয়ন্ত দে'র কাছে বাইকটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে অবাক করার বিষয় হচ্ছে এডিনগর থানার পুলিশের কাজ ছিল চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে বাইক মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া এবং চুরির সাথে জড়িতদের আটক করা।

নকল পুলিশ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মধুপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলা জেলার মধুপুর বাজার থেকে পুলিশের পোশাক পরা কাঞ্চনমালার সমরজিত চৌধুরী নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে আদালতে পেশ করা হলে, সাতদিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। সোমবার রাতে পুলিশের পোশাক পরে সমরজিত মধুপুর বাজারে আসেন। সেখানে ছিলেন দুই আসল পুলিশ কর্মী। তাদের চোখে বেচাল ধরা পড়ে। সামান্য একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বোঝা যায় তিনি সন্দেহজনক। তাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে বোঝা যায়, তিনি নকল পুলিশ, পুলিশ এই দাবি করেছে।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রীর শোক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমান বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিষদীয় রাজনীতিতে রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ গত প্রায় তিন দশক ধরে নিয়োজিত ছিলেন। ২০০৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্য একজন দায়িত্ববান বিধায়ককে হারালো। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের শোক সম্ভপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন এবং বিদেহি আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

উচ্চ আদালতে আজ শুনানি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি ।। মুখ্যমন্ত্রী দাবি

স্কীমে সন্তুষ্ট নয় এসএসএ শিক্ষকরা

করছেন গত চার বছরে ত্রিপরা হীরা প্লাস হয়ে গেছে। ভিশন ডকমেন্টের নব্বই শতাংশ কাজ শেষ। এমনকি ভিশন ডকুমেন্টে ছিল না এমন বহু কাজও নাকি উনার সরকার করে ফেলেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য কি তাই ? অন্ততঃ সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত রাজ্যের পাঁচ সহস্রাধিক চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক মুখ্যমন্ত্রী এবং উনার সরকারের এই দাবি মানতে নারাজ। কারণ ভিশন ডকুমেন্ট অনুসারে এই চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের ইতিমধ্যেই নিয়মিতকরণের কথা ছিল। তাছাড়া ২০১৭ সালে ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে এই শিক্ষকদের আমরণ অনশন মঞ্চে গিয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া ঢালাও প্রতিশ্রুতির কথাও বঞ্চিত এই শিক্ষকরা ভূলে যায় নি। ভূলে যায়নি দীর্ঘ বাম আমলে প্রতিটি বিধানসভা অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক চক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের জন্য মায়াকান্না আর সেই সব ঐতিহাসিক ভাষণ গুলি। অথচ বর্তমান বাস্তব সত্য হল গত চার বছরে এই শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাড়ল না এক পয়সাও। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মহামান্য উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এই শিক্ষকদের পক্ষে রায় দিলেও রাজ্য সরকার সেই রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বঞ্চনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে বলেও ঐ শিক্ষকদের সংগঠন তথা ত্রিপুরা এস এস এ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মনে করছে। যার সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক সজল দেব পুনরায় উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। সজল দেবের বক্তব্য হল , গত ২০২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মহামান্য উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায়ে রাজ্যের সকল এস এস এ শিক্ষক যাদের পেশাদার প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং যারা ইতিমধ্যেই দশবছর পূর্ণ করেছে তাদের নিয়মিতকরণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা দফতর তা না করে কেবল টেট উত্তীর্ণদের নিয়মিতকরণ সহ বাকিদের অনিয়মিত রেখেই একটি স্কীম তৈরি করে। এই স্কীম উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপন্থী দাবি করে এবং স্কীমটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পুনরায় উচ্চ আদালতে মামলা ঠুকেছেন সজল বাবু। মামলার নম্বর ডব্লিও পি (সি) /৮৬৮/২০২১। বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এএসপি'র গাড়িতে কালো গ্লাস

কাটা গিয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড, ১ ফেব্রুয়ারি।। এক আডিশনাল এসপি'র সরকারিতে গাড়িতে শোভা পাচ্ছে কালো-কাঁচ, বা টিন্টেড গ্লাস। সিপাহিজলা জেলার অ্যাডিশনাল এসপি রণধীর দেববর্মা সেই গাড়ি ব্যবহার করেন, পুরো কাঁচই কালো রঙে ঢাকা। সেন্ট্রাল মোটর ভেহিক্যাল রুলসে এবং সর্বোচ্চ আদালতের আদেশে ভারতে টিন্টেড গ্লাস লাগানো যায় না। সবেচ্চি আদালত'র নির্দেশ আসার আগেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা জায়গায় এই নিয়ম ছিল, সম্ভাসবাদী কাজের কারণেই সেই নিয়ম ছিল। তারপর একসময় অপরাধ রুখতে সর্বোচ্চ আদালতের এক নির্দেশ হয়। সারা দেশেই চালু থাকার কথা। অ্যাডিশনাল এসপি মনের সুখে টিন্টেড গ্লাস লাগানো গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে কালো কাঁচ লাগানোর কারণ কী! সবাই স্বচ্ছ কাঁচের গাড়ি ব্যবহার করলেও, তার কী প্রয়োজন পড়েছে কালো কাঁচে দেয়াল তুলে গাড়ি চড়ার। কী সেই গোপনীয়তা! রাজ্যের এতগুলি আমল পার হয়ে গেলেও কোন মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অনান্য মন্ত্রী-আমলাদের গাড়িতেও এই কালো গ্লাস দেখা যায়নি। সেন্ট্রাল মোটর ভেহিক্যাল রুলস'র ১০০ ধারায় ২০১২ সালের সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশ অনুসারে কোনও গাড়িতে কালো গ্লাস লাগানো নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। গাড়ির গ্লাসে কালো পেপার লাগিয়েই বিভিন্ন অপরাধ করে থাকেন অপরাধীরা। তাই ২০১২ সালে সপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশিকা জারি করেন কোনও গাডিতে যদি এমন ভাবে কালো গ্লাস লাগানো হয় তাহলে পুলিশ তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন অথবা ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে। পুলিশ বাইক কিংবা গাড়িতে অনান্য আইন ভঙ্গ করার জন্য জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি কোন গাড়িতে কালো গ্লাস লাগানো থাকলে সেই গ্লাস পেপার খুলে দেওয়ার পাশাপাশি জরিমানাও আদায় করতে দেখা যায়। যদিও আগরতলা শহরেই পুলিশকে কাল গ্লাসের বিরুদ্ধে অভিযান করতে দেখা যায়। সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুসারে পুলিশ যানবাহন থেকে কালো গ্লাস খুলে দেন। কিন্তু সিপাহিজলা জেলায় দেখা গেল এক বিরল চিত্র ! আইন ভাঙলেন সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রণধীর দেব্বর্মা। ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশিকার 🏻 🛮 এরপর দুইয়ের পাতায়

বড়জলায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান দেখতে ছুটে গেলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অনেকেই। প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে দাবি তুলেছেন। মেয়র দীপক মজুমদার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুর নিগম থেকে বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। সোমবার রাতে বড়জলা মহান ক্লাবের কাছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২৬টি আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। দোকান। অগ্নিকাণ্ডে পডে ছাই হয়ে যায় দোকানগুলি।মঙ্গলবার সকালে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, এখানে সবাই ক্ষদ্ৰ ব্যবসায়ী। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে তহবিল রয়েছে সেখান থেকে সরকার চাইলে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। ছুটে

যান বিধায়ক ডা. দিলীপ দাসও।

তিনি ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিজেপির বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক, সিপিএম নেতা পবিত্র কর, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। সুদীপ রায় বর্মণ জানিয়েছেন, আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি, ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করতে। তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ন্যুনতম ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপুরণ দিতে দাবি করেছেন। তার বক্তব্য,

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলে কোটি কোটি টাকা পড়ে আছে। এগুলি খরচ হচ্ছে না। এখান থেকে সরকার চাইলে সহজেই সহযোগিতা করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দেখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, অধিকাংশ দোকান সরকারি খাস জায়গায় ছিল। শুধুমাত্র ৫টি দোকানঘর ব্যক্তিগত মালিকানায় তৈরি করা হয়েছিল। এইভাবে সরকারের জমিতে ঘর না তুলতে তিনি বলেছেন। এদিকে মেয়রের

বক্তব্যে পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেছেন সিপিএম নেতা পবিত্র কর। তিনি বলেন, রাস্তার পাশে বহু বছর এই দোকানগুলি তৈরি করা হয়েছিল।এরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত।এই মুহুতে খাস এবং ব্যক্তিগত মালিকানা না দেখে সবাইকে সাহায্য করার দাবি তুলেছেন পবিত্রবাবু। এদিকে সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে একটি টিম ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করছেন। যদিও এদিন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা সরকারি সাহায্য পাননি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফেব্রুয়ারি।। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও যানবাহনে সিএনজি গ্যাস ভরতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে যান চালকরা। ঘটনা মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ পেট্রোল পাস্প সংলগ্ন সিএনজি স্টেশনে। বিশ্রামগঞ্জ সিএনজি স্টেশনে ১২টা পর্যন্ত গ্যাস দেওয়া হয়। এরপর বন্ধ করে দেয় এজেনি কর্তৃপক্ষ। যার ফলে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অনেক চালক যখন একেবারে এজেন্সির কাছে যায় গাড়িতে গ্যাস ভর্তি করার জন্য তখন প্রায় সময় বারোটা বেজে যায় যার ফলে বন্ধ করে দেয়ে এজেনি কর্তৃপক্ষ। প্রায় এক মাস ধরে চলছে এই সমস্যা। যার ফলে ছোট ছোট যানবাহনের চালকরা তাদের

পরিবার এবং রুটি- রুজি নিয়ে পুর্বের মতোই সকাল ছয়টা থেকে সমস্যায় পড়েছেন। কারণ তাদের একমাত্র ভরসা এই ছোট ছোট গাড়িগুলো। এইগুলো চালিয়ে তারা

রাত্রি নটা পর্যস্ত গ্যাস দেয়। তাহলে কোন সমস্যা হবে না। রুটি রুজি তে আঘাত আসবে না। রাজ্য



সংসার নির্বাহ করে। ছোট-বড বিশ্রামগঞ্জ এজেন্সি কর্তৃপক্ষ যাতে যানবাহন চালক এবং মালিকরা।

সবকাবকে এই বিষয়ে অতি দ্রুত সিএনজি পরিচালিত যানবাহন হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ চালক এবং মালিকরা চাইছে জানিয়েছে সিএনজি চালিত

সরব সুবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের বিষয়ে বলেছেন, এই বাজেট জনগণের উন্নয়নের জন্য নয়। দিশাহীন বাজেট। এক কথায় বাজেট ইস্যুতে সুর চড়ালেন তৃণমূল রাজ্য কনভেনার সুবল ভৌমিক। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটকে 'পেগাসাস-স্পিন বাজেট' বলে অভিহিত করে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর সুবল ভৌমিক বলেছেন যে কেন্দ্র আবারও ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর সমস্যাকে সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে যাতে আসন্ন নির্বাচনি রাজ্যগুলোকে খুশি করা যায়। সুবল ভৌমিক বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন মাত্র একদিন আগে



সংসদীয় বিষয় এবং নির্বাচনকে আলাদা করার উপর জোর দিয়েছিলেন, তার সরকার সেই পস্থা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাজেটকে রাজনৈতিক বলে অভিহিত করে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বলেছেন যে বাজেটটি শুধুমাত্র নির্বাচনি রাজ্যগুলির কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। মহামারীতে চাকরি হারিয়েছেন এমন লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবহেলিত করা হয়েছে এবং শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থকেও উপেক্ষা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সুবল ভৌমিক যোগ করেছেন যে তিনি গভীরভাবে হতাশ হয়েছেন কারণ বাজেট ভারতীয়দের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে কারণ কেন্দ্র দেশের যুবকদের জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বাজেট ইস্যুতে তৃণমূল রীতিমতো সুর চড়িয়েছে। বিজেপি ব্যতিত বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফে বাজেটকে তীব্র ভাষায় কটুক্তি করা হয়।

> আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন **à8**b৫0**৩**২0b8

আজকের দিনটি কেমন যাবে

রাশির পক্ষেশুভ। কর্মভাব | উ পার্জন বৃদ্ধি শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো হবে।তবে শক্রতার যোগ দেখা যায়। অর্থ যেমন আসবে আবার ব্যয়ও হবে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা

বৃষ : দিনটিতে এই রাশির [|] 🌉 জাতক-জাতিকাদের শরীর মোটামৃটি ভালোই যাবে। তবে মানসিক উদ্বেগ ও অকারণে 📗 ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। | কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায় শত্রুতার যোগ দেখা যায়।

মিথুন : দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দৃশ্চিন্তা দেখা দেবে। প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে 🛭 সাবধানে চলা দরকার।

কর্কট : দিনটিতে কর্মভাব মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো হবে। তবে পার্টনার থাকলে মনোমালিন্য হবে। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ

좙 বৃদ্ধির যোগ আছে। সিংহ : দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা **l** পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া | যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক | উত্তেজনা দমন করে চলতে চেষ্টা 📗 করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার । ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি । ক্রিশ্য শুভ ফল ভোগ করবে। যারা

কন্যা: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটিতে নানান সুযোগ সবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বজনিত কারণের দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে 🛭 নার্ভাসনেস, টেনশনের কারণে 📗 মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন।

তুলা: চোট আঘাত | লাগার সম্ভাবনা থাকবে। চলাফেরায় সতক

আজ মোদির ভাষণ



প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ২ ফেব্রুয়ারি আত্মনির্ভর ভারত ভাবনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সকলের উদ্দেশে ভাষণ রাখবেন।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১

ফেব্রুয়ারি।। এগিয়ে যাবে চেতনার

মশাল হাতে। 'অন্ধকার নিভে

আলো জ্বলবে আবার লক্ষ্য ঠিক

রেখে এগিয়ে যাও চেতনা আজ

আমাদের দাও।' ভাষা ও ভাবনার

চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ।

স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির

সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মানসিক

বৃশ্চিক : দিনটিতে যাই করুন চিস্তা

নিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে।

চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ।

তবে কারও চাপে কোনো কিছ

করবেন না। অন্যথায় সমস্যা আরও

বাডতে পারে। দাম্পত্যজীবন খবই

চনমনে থাকবেন। দিনটিতে একটু

নজর রাখতে হবে পায়ের পাতা

আরোও একটু ওপরের দিকে

মচকে যাওয়া হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার

যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বন্ধু বা

শত্রু থেকে সাবধান থাকা দরকার।

মকর : দিনটিতে কর্মজীবী ও

কারণে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে।

শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

এর জন্য বিশেষ সাবধানতার

অনুকূলে। চাকরিজীবীরা দিনটিতে

মীন: দিনটিতে চাকরিজীবীদের

হবে না। মানুষের জন্য

ভালো কাজ করেও প্রতিদান

পাবেন না।

🗖 সামান্য অসহযোগিতা

দিনটি তাদের প্রিয় হবে।

ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ।

আয়ের তুলনায় ব্যয় কম

হবে। তবে রাত্রি ভাগে নানা

ধৈর্য্যের প্রয়োজন

সাফল্য লাভের জন্য।

ভাবনা করে করবেন।

ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি

তেমন শুভ নয়। ব্যবসা

ধনু : দিনটিতে শরীর ও

স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে

তবে আপনি যথেষ্ট

শান্তি বিঘ্নিত হবে উভয়ের।

বেলা ১১টায় এই ভাষণপর্ব শুরু হবে। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়েও এই ভাষণ সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার অঙ্গীকারে মূল

আয়োজন থাকছে। সাংগঠনিক

মাসের প্রথম দিবস। ত্রিপুরার

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক মিহির দেব এবং ত্রিপুরা

সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের রাজ্য

সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব

শিশির দেব তাদের পারিবারিক

সঙ্গীত যন্ত্ৰ, স্কেল চে ঞাব

জেলাস্তরেও থাকবে ভাষণ শোনার পর্ব। আগরতলায় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এই আয়োজনে প্রদেশ সভাপতি থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলে উপস্থিত থাকবেন। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে আহৃত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন প্রদেশ সম্পাদক রতন ঘোষ ও সম্পাদিকা অস্মিতা বণিক। রাজ্যে আগরতলা-সহ সাংগঠনিক জেলাস্তরে এই আয়োজনের কথা জানিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনায় বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন তারা।

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্মেলনের দিন তারিখ আবার পরিবর্তন হলো। ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারির বদলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি। জানিয়েছেন সিপিএম'র রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। অনিবার্য কারণবশতঃ রাজ্য সম্মেলনের পূর্ব ঘোষিত তারিখ পরিবর্তন করে ২৫ ও ২৬ ফব্রুয়ারি আগরতলার টাউন হলে

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানুয়ারি বিরাট সংখ্যক পরিযায়ী শীতকালে ত্রিপুরায় অবস্থানকালে অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে ৭ দিনের আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে পরিযায়ী পাখিদের নিরাপত্তা ও সুখসাগর জলাশয়ে বিরাট সংখ্যক সঠিক তদন্ত ও পরিযায়ী পাখিদের স্বাচ্ছ ন্দ্যের ব্যবস্থা করা রাজ্য পরিযায়ী পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ন্দিকারীদের হাত থেকে রক্ষার সরকারের আইনি দায়িত্ব। প্রধান বিষয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য মামলায় উচ্চ আদালত মঙ্গলবার আইনজীবী কৌশিক নাথ জনস্বার্থ বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের রাজ্য সরকারের উপর ৭ দিনের মামলা দায়ের করেন। রিট ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের মুখ্য নোটিশ জারি করেছেন। পিটিশনে বলা হয়, পরিযায়ী বন্যপ্রাণী রক্ষককে সুখসাগর উদয়পুরের সুখসাগর জলাশয়ে ২৭ পাখিরা রাজ্যের অতিথি এবং জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের

বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মহাস্তি ও

বিভাগের দক্ষিণাঞ্চলের সম্পাদক

ছিলেন। কিছুদিন আগে যিনি

হয়েছেন।আমাদের সকলের প্রিয়

স্বীর দেব এই হারমোনিয়ামটি

নিয়মিত ব্যবহার করতেন। সুবীর

দেব -এর স্মৃতির প্রতি গভীর শোক

অকস্মাৎ

হারমোনিয়ামটি ত্রিপুরা সংস্কৃতি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্কৃতি সমন্বয় সমন্বয় কেন্দ্রের শিল্পীদের ব্যবহারের কেন্দ্রের সংগঠকরা এটি গ্রহণ

জন্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের হাতে করেন এবং যন্ত্রটির মর্যাদাপূর্ণ

তুলে দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যবহারের অঙ্গীকার করেন।ত্রিপুরা তাদের ছোট ভাই সুবীর দেব সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সাধারণ ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সম্পাদক বিভূ ভট্টাচার্য এক

মৃত্যুতে তদন্ত রিপোট চাইলো উচ্চ আদালত মধ্যে বিশদ তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত পাখিদের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট উচ্চ আদালতে তলব করেছেন। আবেদনকারীর পক্ষে জনস্বার্থ মামলা লড়ছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ, আইনজীবী সমর্জিৎ ভট্টাচার্য, অরাধিতা দেববর্মা প্রমুখ।

সফল অস্ত্রোপচার

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। চোখের ছানির অস্ত্রোপচার-সহ চোখের অন্যান্য সমস্যার রোগের চিকিৎসা এখন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিয়মিত ভাবে করা হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহেই হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে ধারাবাহিকভাবে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। গত ২৯ জানুয়ারি হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের প্রধান চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ফণী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম মোট ৪৬ জনের চোখের ছানি সহ ডিসিআর, ডিসিটি এবং টেরিজিয়াম অস্ত্রোপচার করেন। প্রত্যেকের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বৰ্তমানে সকলেই সুস্থ আছেন। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আপোশ নীতির বিপক্ষে নতুন সংগঠন

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। নিয়মিতকরণের দাবিতে টেট শিক্ষকদের পক্ষে উচ্চ আদালতে এক মামলা দায়ের করেছে টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি। বঞ্চিত টেট শিক্ষকদের একাংশরা মিলে সম্প্রতি এই নতুন সংগঠনটি গড়েছে। আলাদা নতুন সংগঠন গড়েই আদালতের দারস্থ হয়ে আইনী লড়াইয়ে নেমেছে। মঙ্গলবার মামলাটি গ্রহণ করে ছয়

বিগত সরকারের আমলে অর্থ দফতরের এক মেমোরেভামের ভিত্তিতেই চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করার পরই টেট শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করা যাবে। এই নিয়ম মেনে মঙ্গলবারই ৫৮ টেট শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। ২০০৭ সালের ১৬ অক্টোবর জারি অর্থ দফতরের সেই সেহা মূলে গ্রুপ-সি

নিয়মিত হিসেবে চাকরি করে থাকেন। রাজ্যে পুলিশ দফতরে চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত হিসেবেই নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে টেট শিক্ষকদের নয় কেন, টেট শিক্ষকরা প্রশ্ন তোলেন। এদিকে রাজ্যে টেট শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েন প্রথম থেকেই আন্দোলন করে আসছিল। কিন্তু টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার



সপ্তাহের সময় দিয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিশ জারি করেছে আদালত। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন এই সংগঠনের সভাপতি বাদল পাল বলেন, রাজ্যের টেট শিক্ষকরা চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত চাকরির দাবি করে আসছিল। কিন্তু চাকরির ছয় বছর পেরিয়েও রাজ্যে টেট শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করছে না সরকার। নতুন সংগঠন গড়েই রাজ্য শিক্ষা দফতরকে এক আইনী নোটিশ দিয়েছিল এই টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি। নোটিশের জবাবে সম্প্রতি দফতরের সচিব

ও গ্রুপ-ডি চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ করলে নিয়মিত করা যাবে। রাজ্যে টেট শিক্ষকরা গ্রুপ সি শ্রেণির কর্মচারী। কিন্তু টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি এই নিয়মের বিরুদ্ধে। সংগঠনের পক্ষে মঙ্গলবার বলা হয় শুধু টেট শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই নয়, সংগঠন সমস্ত গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি চাকরির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বন্ধ করার দাবি করছে। এই দাবিতেই মামলাও দায়ের করেছে টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি। শিক্ষা অধিকার আইন মেনেই টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। দেশের অন্যান্য রাজ্যে টেট

অসন্তোষ্ট হয়েই নতুন এই টেট টিচার্স ডেভেলপমেন্ট কমিটি বলে জানালেন বাদল পাল। নতুন সংগঠন করেই আইনী লড়াইয়ে নেমেছে পড়েছে। অন্যদিকে টেট ওয়েলফেয়ার টিচার্স অ্যাসোসিয়েনের বর্তমান সরকারে আমলে আপোশের রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ। বিভিন্ন সময় টেট শিক্ষকদের নিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সরকারকে ধন্যবাদ জানাতেও দেখা গেছে। এইসবের প্রতিবাদ জানিয়েই

অ্যাসোসিয়েনের কর্মপন্থাতে



কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করলো অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

আগরতলায় ৫০০ শয্যার হোস্টেল

কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য ও সদর বিবৃতিতে এই সংবাদ জানান। মেষ: দিনটিতে মেষ | থানার সামনেই চুরি, আতঙ্ক থাকতে হবে দিনটিতে। ব্যবসা সূত্রে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের সাহায্য চাইতে এসে বাইসাইকেল এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খোয়ালেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার আরকেপুর মহিলা থানার সামনে থেকে জনৈক দুলাল মিয়ার বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় কে বা কারা। খিলপাড়ার বাসিন্দা দুলাল মিয়া কোন একটি বিষয় নিয়ে মহিলা থানায় এসেছিলেন। তিনি থানা থেকে বের হয়ে দেখেন তার বাইসাইকেলটি উধাও। এদিকে বাইসাইকেল চুরি হয়ে যাওয়ার পর দুলাল মিয়া প্রশ্ন তুলেন থানার সামনে থেকে কিভাবে চুরি হয় ? ঘটনার সময় থানার সেন্ট্রিও সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও কি ঘটনাটি দেখেননি ? নাকি পুলিশই চোরদের রক্ষাকর্তা ? মহিলা থানার সামনে থেকে বাইসাইকেল চুরির ঘটনাটি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কারণ, থানার সামনেই যে চোরেরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে তা এই ঘটনায় প্রমাণিত। আর পুলিশ চোর ধরার জন্য এদিক-ওদিকে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু চোরেরা তো পুলিশের চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে ধরছে না।

কংগ্রেসের কনভেনশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ব্লক স্তরে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সিমনা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত সিং, পিসিসি'র সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন চৌধুরী, পার্থ সরকার, মদন মোহন সাহা, ব্লক প্রেসিডেন্ট ফণী লাল দেববর্মা, অমর লাল সরকার-সহ অন্যান্যরা। ব্যাপক উপস্থিতি ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কনভেনশন। বর্তমান সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করেন সকলে। কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এই ভাবনায় আগরতলা এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শুরু হয়ে গেছে কংগ্রেসের কনভেনশন। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবেও ভূমিকা পালন করার অঙ্গীকারের কথা জানাচ্ছে নেতৃবৃন্দ। রাজ্য কংগ্রেসের দরজা খোলা রেখে শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করেন এই কংগ্রেস দল থেকেই যাদেরকে নেতা বিধায়ক বানানো হয়েছে তাদেরকে লুফে নিয়েছে বর্তমান শাসক বিজেপি। আবার অনেকেই কংগ্রেসে ফিরে আসতে চান। এমন দাবি করে কংগ্রেস এখন গোটা রাজ্যেই সাংগঠনিক তৎপরতাও বৃদ্ধি করেছে।



<mark>প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,</mark> নিজস্ব হর*ফে*র ব্যবস্থা করা, করে। বিষয়ণ্ডলো তুলে ধরে তিনি বলেছিল। পরবর্তী সময়ে আলাদা <mark>আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ভাষা-কৃষ্টি সং</mark>স্কৃতির বিকাশ, দাবি করেন. ২০১৮ সালের রাজ্যের দাবির কথা বলা *হ*য়েছে। আগরতলায় জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫০০ শয্যার

হোস্টেল করার দাবি জানালেন টিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নেতাজি দেববর্মা। ছাত্র যুব ভবনে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেছিলেন। বর্তমান প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে আগরতলায় অত্যাধুনিক কাঠামোতে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট এই হোস্টেল করার দাবি জানিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদিকে তিনি বেশ কিছু দাবি উত্থাপন করে বলেছেন, অনেক হোস্টেলগুলোতে খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা নেই। এক বেলা রান্না করে দ'বেলা খাওয়ানো হয়। পানীয় জল-সহ অন্যান্য সমস্যা রয়েছে। টিওয়াইএফ'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা জানিয়েছেন, তারা বিভিন্ন দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। এডিসি এলাকার অধিক ক্ষমতা চায় এই বামপন্থী যুব সংগঠন। তার পাশাপাশি ককবরককে সংবিধানে অস্টম তপশিলে অস্তর্ভুক্ত করা,

শাস্ত্রীয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বরেণ্য শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা গুরু রতন সেনগুপ্তের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ২ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় রবীন্দ্র ভবনে সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট বেহালা বাদক অশোক দাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. দেবব্রত ভারতী-সহ অন্যান্যরা।এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন কলকাতার মহুয়া চ্যাটার্জী, তবলা লহুরায় থাকবেন দেশের প্রখ্যাত তবলা শিল্পী কলকাতার পণ্ডিত পরিমল চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা।

এডিসিকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোও তলে ধরেছেন। অমলেন্দু দাবি করেছেন, এই রাজ্যে ইন্ডিজিনাস উৎসবের নামে কোটি কোটি খরচ করে হিন্দি গানের আসর করা হয়েছে। একদিকে তিপ্ৰা মথা অন্যদিকে বিজেপি। শুধু হিন্দি গানের আসর করেই মানুষের মধ্যে বার্তা দিতে চায়। অথচ এই টাকা দিয়ে আরও উন্নয়ন করা যেতো। মানুষ জল পাচ্ছে না রাস্তা অবরোধ করেছে। মহিলারা কাজ পাচ্ছে না । পাহাড়ে কাজের সংকট।

এডিসি-নন এডিসি এলাকায়

তিপ্রাল্যান্ডের দাবি করে যুবক যুবতি-সহ মানুষকে বিল্রান্ত করা হয়েছে। তার পাশাপাশি এখন নতুন করে মানুষের মোড় ঘুরিয়ে দিতে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে। এগুলি মানুষকে বিভ্ৰান্ত ছাড়া কিছুই নয়। ৯ মাসের এই সময়ে এডিসিতে তিপ্ৰা মথা কিছুই করতে পারেনি। মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। স্বচ্ছতার কথা বলা হলেও চাকরি থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে কেলেঙ্কারির অভিযোগ করেছেন তিনি। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড অবাস্তব, অসম্ভব। ১৯৬৭ সালে টিইউজেএস স্বাধীন ত্রিপুরার কথা

িনির্বাচনের আগে থেকেই এখন টিইউজেএস নেই, মুছে গেছে। পরবর্তী সময়ে যারাই আলাদা রাজ্যের দাবি করেছে তারা প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের আগে সুর চড়াচ্ছে। টিওয়াইএফ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবে গোটা রাজ্যে। থাকবে রক্তদান শিবির থেকে নানা কর্মসূচি। সামগ্রিক ব্যবস্থাগুলো নিয়ে এদিন সংগঠন তুলে ধরেছে তাদের বক্তব্যগুলো। তার পাশাপাশি বর্তমান সরকার ও এডিসি প্রশাসনের সাথে বাম আমলের তুলনা টেনে রাজনৈতিকভাবেও সুর চড়ালেন অমলেন্দু, কৌশিক রায়, নেতাজি দেববর্মারা।



ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৩									
	2	4		1	5			7	
	5						2		9
	6				9	7	4		
				8		5	3		
								5	7
			4		3			8	1
	9		5		1		7	2	8
	3	1					5		
	4					9	1	6	3

পাখি মৃত্যু

জনসচেতনতায় দফতর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কিছুদিন আগে উদয়পুর সুখসাগরে আসা প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী পাখির রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল কে বা কারা বিষ প্রয়োগ করে পাখিদের হত্যা করেছে। সেই ঘটনার পর বন দফতরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে। এতদিন পর্যন্ত বন দফতরের কর্তারা নিজেরাও ভুলে গিয়েছিলেন বন্যপ্রাণী আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও অসচেতনতা থেকে গেছে। তাই নাগরিকদেরও সচেতন করা প্রয়োজন। কিছুটা দেরিতে হলেও অবশেষে বন দফতর কর্তাদের বিষয়টি মনে পডে ছে। তাই এখন সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার খিলপাড়া শীতলাতলা মাঠে বন দফতরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক শিবির। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক. পঞ্চায়েত প্রধান মানিক চক্রবর্তী, সমাজসেবী প্রবীর দাস-সহ অন্যান্যরা। এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের বলা হয়েছে বন এবং বন্যপ্রাণী রক্ষা করাটা তাদেরও দায়িত্ব। কেউ যাতে আইন হাতে তুলে না নেয় সেদিকে সবাইকে নজর রাখার আহ্বান রেখেছেন তারা। যদি এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটতে দেখেন তাহলে অবশ্যই প্রশাসনকে বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে।

আত্মহত্যার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। মোবাইল নিয়ে ঝগড়া করে বিষপানে আত্মহত্যার চেস্টা ১৭ বছরের স্কুল ছাত্রের। বিশালগড় লক্ষ্মীবিল এলাকা থেকে ওই ছাত্রকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন মোবাইল নিয়ে ছেলেকে বকাঝকা করা হয়েছিল। এরপরই ছেলেটি বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। তারা এখন ছেলের সুস্থ হয়ে উঠার প্রার্থনা করছেন। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অভিভাবকরা খুবই উদ্বিগ্ন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি তেলিয়ামুড়া, ১ ফেব্রুয়ারি।। মটরশুঁটি চাষ করেও ক্ষতির সম্মুখীন কৃষকরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট মগবাড়ি এলাকার প্রায় ৬০টি পরিবার কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি চাষ করেই তারা সংসার প্রতিপালন করনে। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক



দুর্যোগের কারণে শাক-সবজি নষ্ট হয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। একইভাবে মটরশুঁটি চাষ করেও তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানান। একেতো এ বছর মটরশুঁটির ফলন অনেক কম হয়েছে তার উপর অনেক গাছ মরে গেছে। ফলে কৃষকদের মাথায় এখন চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। রাতের ঘুম উধাও হয়ে গেছে কৃষকদের। বাজারে গিয়েও সঠিক দাম মিলছে না বলে তারা জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কৃষি দফতরের তরফ থেকে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তাই অসহায় কৃষকরা সরকারের উদ্দেশে সাহার্য্যের আর্জি জানিয়েছেন।

কমলাসাগর, ১ ফব্রুয়ারি।। গার্হস্থ্য হিংসা যেন প্রতিদিন রাজ্যে বেড়ে চলেছে। নেশায় আসক্ত হয়ে একটা শ্রেণি এই সকল ঘটনায় জড়িয়ে যাচ্ছে। এ রকম একটি ঘটনা ঘটল বিশালগড় মহকুমাধীন রাউৎখলা এলাকায়। জানা যায়, গোলাঘাটি এলাকার ঝুমা দেবনাথের সাথে সামাজিক রীতি মেনে বিয়ে হয়েছিল বিশালগড় থানাধীন রাউৎখলা এলাকার দীপেন সাহার। বিয়ের এক বছর পর একটি পুত্রসন্তান জন্ম হওয়ার পর স্ত্রী ঝুমা দেবনাথের উপর নেমে আসে চরম অত্যাচার। অভিযোগ, স্বামী দীপেন সাহা প্রতিনিয়ত নেশায় আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী ঝুমা দেবনাথের ওপর অত্যাচার চালায়। এমনকি এক বছরের পুত্রসন্তানটিকেও প্রাণে মারার চেষ্টা করে সে। যার খেসারত দিতে হয় তার স্ত্রী ঝুমা দেবনাথকে। ঝুমা দেবনাথ বহুবার বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি

পাড়ানোর জন্য ব্যস্ত থাকেন লাঠিসোঁটা নিয়ে তার স্ত্রী উপর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পুলিশ বাবুরা। মঙ্গলবার সকালে স্বামী মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে এক বছরের শিশুটিকে ঘুম ডাক্তার সহ অন্যান্য কর্মীদের দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। দীপেন সাহার স্ত্রী ঝুমা। তখনই সংবাদকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহ করতে স্বামী ধারালো অস্ত্র দিয়ে ও গেলে সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয় এই দীপেন সাহা। এমনকি



মারধর করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে তার স্ত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী লোকজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ঝুমাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিশালগড মহক্মা হাসপাতালে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে আসলে

সাংবাদিকদের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে বিশালগড মহকমা হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ কর্মীদের তৎপরতায় সাংবাদিকদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

চোরের আতঙ্কে গা চালক এবং মালিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ফেব্রুয়ারি।। চোরের বাড়বাড়ন্তে আতঙ্কে আছেন গাড়ি চালক এবং মালিকরা। তেলিয়ামুড়া

গাড়িগুলি থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিংবা জ্বালানি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালে চালক কিংবা সহচালক এসে দেখতে পান বিভিন্ন



থানার অন্তর্গত নেতাজিনগরস্থিত মোটরস্ট্যান্ডের কাছে রাখা গাড়িগুলিতে প্রতিনিয়ত চোরেরা লুটপাট চালিয়ে যাচেছ বলে অভিযোগ। প্রতি রাতে বিভিন্ন যানবাহন মোটরস্ট্যান্ডের পার্শে রাখা হয়। ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ চলছে। সেই কাজের সুবিধার্থে চারদিকে বাউন্ডারি লাগিয়ে কাজ করছেন নির্মাণ শ্রমিকরা। তাই যানবাহন চালকরা মোটরস্ট্যান্ডের পাশে রাস্তায় প্রতিরাতে গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ঘরে চলে যান। আর রাতের

যন্ত্রপাতি কিংবা জ্বালানি চুরি হয়ে গেছে। তারা বিষয়গুলো নিয়ে মোটরস্ট্যান্ড পরিচালনকারীদের সাথে কথা বলেছেন। যদিও

লিখিতভাবে কোন অভিযোগ জানানো হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে? রাতে যেখানে পুলিশের টহলদারি থাকার কথা সেই জায়গায় চোরেরা তার চেয়ে বেশি সক্রিয়। ধারণা করা হচেছ, নেশা সেবনকারীরাই এইধরনের ঘটনার সাথে জড়িত। পুলিশ যদি কিছুটা সক্রিয় হয় তাহলে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব। এলাকাটি তেলিয়ামুড়া থানা থেকে টিল ছোঁড়া দূরত্বে। তারপরও প্রতিরাতে রাস্তায় গাড়ি রেখে আতঙ্কে থাকেন চালক কিংবা মালিকরা।

নিয়ন্ত্ৰণহীন অল্টো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুরে যান দুর্ঘটনা লেগেই আছে। মঙ্গলবার কুঞ্জবন তথা বাজার কলোনি এলাকায় একটি অল্টো গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। তবে সৌভাগ্যবশত এতে কেউ আঘাত পাননি। কমলপুর থেকে যাত্রী নিয়ে অল্টো গাড়িটি কল্যাণপুরে এসেছিল। যাত্রীদের নামিয়ে গাড়ি চালক ফিরে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ওই গাড়িটি রাস্তার পাশে পড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। অন্ধকারের সুযোগে চোরের দল । তবে জনমনে প্রশ্ন উঠছে কেন প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে?

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- EE-IED/UDP/41/2021-22 Dated: 29/01/2022								
SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1.	DNIT No:- EE-IED/UDP/118/2021-22	Rs. 1,49,371.00	Rs. 1,494.00	40(forty) days	2.2022	2022	r (Elect.) Iati Tripura	Appropriate Class
2.	DNIT No:- EE-IED/UDP/119/2021-22	Rs. 2,24,020.00	Rs. 2,240.00	40(forty) days	Up to 15.00 Hrs on 14.02.2022	At 15.30 Hrs on 15.02.2022	O/O: Executive Engineer (Elect.) .E. Division, Udaipur, Gomati Tripura	
3.	DNIT No:- EE-IED/UDP/120/2021-22	Rs. 2,98,750.00	Rs. 2,988.00	60(Sixty) days	Up to 15	At 15.3	O/O: Exe	

For and on behalf of the Governor of Tripura Sd/- Illegible (ER. BUDDHA JAMATIA) **Executive Engineer** Internal Electrification Division, PWD

ICA-C-3569-22

Udaipur, Gomati Tripura. Mobile: 9436169660

No.F.10 (355)/DH&FWS/CMO/DLI/NIT/2020-21Sub-1/20693-95 Government of Tripura District Health & Family Welfare Society Office of the Chief Medical Officer Dhalai Tripura, Ambassa

Dated:-Ambassa, the 31/01/2022 **Notice Inviting Tender**

Sealed Notice Inviting Tender (NIT) are invited by the undersigned from registered Hotel / Restaurant / Cooked Food Catering Firm / Shops /Off-set printing / Flex printing / Enterprises / Agencies / Co-operative Societies/Registered firm of Tripura for supply of Food items and catering services, Office stationeries & printing works for both in paper & flex and Hiring Vehicle for use in the the office of the District Health & Family Welfare Society, Dhalai District. Tripura for a period of one year as and when required basis. Details terms & conditions and list of the items are available in the office website: tripuranrhm.gov,in or office of the undersigned (receive & despatch section) on all working days up to 15.00 hrs. of 15/02/2022.

The sealed quotations will be received at the office of the undersigned up to 15.00hrs of 15/02/ 22 by hand / Registered Post only and will be opened on 16/02/2022 at 03:00 P.M, if possible, in the office of the undersigned. The undersigned will not be responsible for any postal delay.

> Sd/- Illegible (Dr. Apollo Kolai ,Grade-II,THS)

Executive Secretary District Health & Family Welfare Society, Dhalai (Chief Medical Officer, Dhalai Tripura, Ambassa)

হয়রানির গ্রাহকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। কিছুদিন পরপরই ব্যাঙ্ক কর্তৃ পক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসছে। কিন্তু উধৰ্বতন কৰ্তৃ পক্ষ এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। গ্রাহকরা জানান, মূলত পাসবুক আপডেট নিয়ে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মানুষ যখন পাসবুক আপডেট করতে আসছেন তখনই ব্যাঙ্ক কর্মীরা নানান কথা বলে তাদের হয়রানি করছেন বলে অভিযোগ। কখনও বলছেন এখন পাসবুক আপডেট করা যাবে না। কখনও আবার বলছেন পাসবুক জমা দিয়ে আসতে। কখনও আবার হাতে লিখে দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে সব ক্ষেত্রে যেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহাত হচ্ছে সেই জায়গায় পাসবুক আপডেটের ক্ষেত্রে এ ধরনের হয়রানি কেন? গ্রামীণ অংশের নাগরিকরা মূলত গ্যাসের ভর্তুকি, সামাজিক ভাতা, রেগার পারিশ্রমিক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে কিনা তা জানতে ব্যাঙ্কে ছুটে যান। যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাক্ষের পাসবুক আপডেট হবে না, তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে আদৌ অ্যাকাউন্টে টাকা এসেছে কিনা। সেই কারণেই থামীণ অংশের নাগরিকরা ব্যাঙ্কে ছুটে আসেন। কিন্তু নাগরিকরা ব্যাক্ষে গিয়ে জানতে পারেন পাসবুক আপডেট করা সহজ নয়।

বাম শিবিরে ধ্বস প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুরে ফের বাম শিবিরে ধ্বস নামালো বিজেপি। কুঞ্জবন মোকামবাড়ি এলাকায় বিজেপি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৩ পরিবারের ৬২ জন ভোটার সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। সাথে



ছিলেন মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। যারা এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তারা দীর্ঘদিন ধরে বাম শিবিরের সাথে যুক্ত ছিলেন। পিনাকী দাস চৌধুরী সভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, ২০২৩ সালের নির্বাচনে পুনরায় রাজ্যবাসী বিজেপিকেই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

জাগলো বন দফতর, আটক স-মিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্রামগঞ্জ প্রমোদনগর থেকে স-মিল উদ্ধার করেন চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা।মঙ্গলবার দুপুর ২টা নাগাদ সিপাহিজলা জেলার চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা প্রমোদনগর এলাকায় অভিযান চালান। গোপন খবরের ভিত্তিতে তারা সেখান থেকে একটি কাঠ চেরাইয়ের স-মিল উদ্ধার করেন। আধিকারিক সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে বন কর্মীরা উদ্ধারকৃত স-মিলটি চড়িলাম অফিসে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে ওই এলাকায় কিভাবে স-মিল চলছিল ? বন দফতর কর্মীরা কেন বন দস্যুদের পাকড়াও করতে এখনও ব্যর্থ হচ্ছে। এদিন স-মিল উদ্ধার হলেও বেআইনি কাজের সাথে জড়িত



কাউকেই আটক করা হয়নি। বন কর্মীদের কথা অনুযায়ী ঘটনাস্থলে তারা কাউকেই খুঁজে পাননি। প্রশ্ন উঠছে, বন দফতরের কর্মীরা এই ধরনের অভিযান চালিয়ে থমকে যান কেন? এই ধরনের কাজের সাথে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরও ভূমিকা থাকে। কিন্তু তারা সেই ভূমিকা আজ পর্যন্ত নিচ্ছেন না। শুধুমাত্র স-মিল কিংবা কাঠ উদ্ধার করেই বন কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব খালাস করছেন। সেই কারণেই বন ধ্বংসের পালা চলেই আসছে।

ই-আলফা কার্গো লঞ্চের মাধ্যমে এবার ই-কাট বিভাগে প্রবেশ করল মহিন্দ্রা

মহিন্দ্রা ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেড, এটি মহিন্দ্রা গ্রুপেরই একটি অংশ আজ নতুন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার, ই-আলফা কার্গো লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। ই আলফা কার্গোর আকর্ষণীয় মূল্য ১.৪৪ লাখ টাকা, এক্স-শোরুম দিল্লি। একটি ডিজেল কার্গো থ্রি-হুইলারের সাথে তুলনা করলে একজন ই আলফা কার্গো মালিক প্রতি বছর জ্বালানি

প্রেস রিলিজ, মুস্বাই, ১ ফেব্রুয়ারি।। খরচ হিসেবে ৬০০০০.০০ টাকা ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে দেখা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবেন। ই-আলফা কার্গোর লঞ্চের মাধ্যমে এবার মহিন্দ্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ই-কার্ট সেগমেন্টে প্রবেশ করল। মহিন্দ্রা ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের সিইও সুমন মিশ্র বলেছেন, ফসিল ফুয়েল চালিত থ্রি-হুইলারের অপারেটিং খরচ বেশি। সেই তুলনায় বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারের অপারেটিং খরচ তুলনামূলক কম হবে। তাই এর

যাচ্ছে। এমনিতেও এখন বৈদ্যতিক গাড়ির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আমরা এখন এই সেগমেন্টে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ই-কাট চালু করছি। একটি ডিজেল কার্গো থ্রি-হুইলারের থেকে তুলনায় ৬০ হাজার টাকা সাশ্রয়-সহ ই-আলফা কার্গোর লক্ষ্য হল কার্গো বিভাগে একটি টেকসই, দূষণমুক্ত পরিষেবা প্রদান করা।"

গাজা-সহ আটক এক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি / ধর্মনগর / কদমতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বারবার রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা সামনে উঠে আসার পর এখন কিছুটা গা ঝাড়া দিয়েছেন কর্তারা। মঙ্গলবার ভোরে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ২৬০ কেজি গাঁজা-সহ একটি লরি আটক করতে সক্ষম হয়। জেকে০৫ই৬৪৮৩ নম্বরের লরির কেবিন থেকে মোট ৫২ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। প্রতিটি প্যাকেটের ওজন ৫ কেজি করে। পুলিশ ওই লরির চালক মঞ্জর আহম্মেদ চান্দনিকে আটক করে। তার বাডি জম্মও কাশ্মীরের বারামুড়ায়। এই ঘটনার কিছু সময় পর চুরাইবাড়ি পুলিশ আরও একটি লরিকে সন্দেহমূলকভাবে আটক করে। এএস০১এলসি৫৭৭৩ নম্বরের



সেই লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৫ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। দুটি লরি মিলিয়ে এদিন ৬ কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। থানার ওসি বিভাস দাস পর পর দুটি লরি আটক করার খবর জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে। অনেকদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ কেন গাঁজা বোঝাই লরিগুলিকে আটক করতে পারছে না ? কারণ, বেশ কয়েকটি লরি গাঁজা-সহ আটক হয়েছিল অসমে। সেই ঘটনার পর ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হয়। কারণ চুরাইবাড়ি গেট অতিক্রম করে অসমে যেতে হয়। কিন্তু চুরাইবাড়ি থানা অতিক্রম করেই গাঁজা বোঝাই গাড়িগুলি অসমে গিয়েছিল। গত দু'দিনে পর পর দু'বার গাঁজা বোঝাই লরি অসম পুলিশ আটক করেছে। তবে মঙ্গলবার ভোর থেকে যেভাবে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ সক্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছে তা আগামী দিনেও বজায় থাকবে কিনা তা সময়ই বলবে। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ যদি এভাবে সক্রিয় থাকে তাহলে কোন নেশা সামগ্রী রাজ্যের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

ফের বাইক চুরি, নীরব পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে চুরির ঘটনা কোনোভাবেই যে কমছে না তা প্রত্যহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা চুরির ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট। এবার ঘরের দরজা ভেঙে মোটরবাইক চুরি করে নিয়ে পালালো চোরের দল। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত বংশীবাড়ি এলাকায়। জানা যায়, উক্ত এলাকার নন্দন দেববর্মার বাড়ি থেকে ঘরের দরজা ভেঙে বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় নন্দন দেববর্মা বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিশালগড় মহকুমা এলাকায় প্রতিনিয়ত চুরি ছিনতাই-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক অসামাজিক কাজকর্ম ঘটে চলছে বলে মহকুমাবাসীর অভিমত। অভিযোগ, এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন তাদেরকে পুলিশ জালে তুলতে পারছে না। অন্যদিকে নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চোরের দল রাত্রিবেলা ঘোরাফেরা করছে সে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঠে আসছে।

৬ দিন ধরে বেপাতা লরির মালিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফব্রুয়ারি।। ছয় দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বেপাতা গাডির মালিক। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানায়। গত ছয় দিন ধরে গাড়িটি থানায় পড়ে থাকলেও গাড়ির মালিকের হদিশ এখনো পাওয়া যায়নি। জানা যায়, গত ২৭ জানুয়ারি ২১৫ কেজি গাঁজাসহ একটি ১০ চাকার লরি আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। আটক করা হয় গাড়ি চালককেও। গাড়িটির নম্বর পিবি ১৩ ইউ ৯৮৪৩। গাড়ির চালকের নাম এমডি খুশনুর আলম। বাড়ি বিহার রাজ্যে। বিশ্রামগঞ্জ থানার



পুলিশ এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা

গ্রহণ করে চালক এমডি খুশনুর আলমের বিরুদ্ধে। এরপর চালককে কোর্টে তোলার জন্য মেডিক্যাল টেস্ট করতে গেলে জানতে পারা যায় চালক করোনা পজিটিভ। তখন চালককে লালসিংমুড়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে রাখা হয়। যার ফলে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। অথচ ১০ চাকার লরি মালিকের এখনো কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। গাড়িটি কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গাড়ির মালিক কোন খোঁজ নেয়নি গাড়ির। যার ফলে গাড়িটি এখনো ছয় দিন ধরে পড়ে রয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানায়। তবে গাডিটির দুই থেকে তিনটি নম্বর প্লেট রয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে রহস্য। আদতে গাড়িটি কি কাজে ব্যবহার করা হতো তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

1 TRIPURA STATE ACADEMY OF TRIBAL CULTURA

(Affiliated by Tripura University (Central)
(A Semi Autonomous Society under Tribal Research & cultural Institute)
(Tribal Welfare Deptt, Govt. of Tripura)
Suparibagan, Krishnanagar, Agartala, Pin-799001
Email-tsatcagt09@gmail.com

Ref No: 1(19)-TSATC/Engagement/JADU KALIZA/2022 Dated the Agartala, .. Applications are invited from interested candidates for engagement of "JADU KALIZA" Teacher as Outsourcing

basis at Tripura State Academy of Tribal Culture, Suparibagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura.							
SL	Name of the No. of Post Post		Eligible Criteria				
1	Teacher in Jadu Kaliza	1(one)	Age limit: Maximum 55yrs. Educational Qualification: Minimum Class V Passed. Candidate must be performer of AIR & DDK on Jadu Kaliza. Candidate must have knowledge in Jadu Kaliza's Rag Ragini with Theory & Practical Candidate must be from Tripuri Community,				
			Candidate must be permanent resident of Tripura.				

• Lump-sum monthly remuneration: Rs.12,500/-Applications with complete bio-data & self-attested copies of the relevant documents/certificates may be submitted to the office of the undersigned along with the duly filled in application format available with the office of the undersigned on or before 10th February, 2022 up to 5.30 PM. The date, time & venue of the Interview will be informed over telephone/e-mail ID

ICA/D-1722/22

Sd/- Illegible (A.H. Jamatia,TCS, SSG) Member Secretary, TSATC (Director,TR & CI)

SHORT NOTICE INVITING TENDER (SNIT)

The Executive Officer (BDO), Teliamura R.D. Block, Khowai, Tripura on behalf of the Government of Tripura, invites sealed quotations from bonafied ISO certified/ authorized dealers/ registered supplier / agencies for procurement of Furniture for the year of 2021-22 as mentioned in ITEM-B. The interested Company / Supplier / Agency may submit their financial quotation documents in prescribed format in separate sealed cover. Details of items are as follows:-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
ITEM-B								
SI. No.	Description of items	Unit Specifications		Qnty	Remarks			
1.	Executive Chair (No wheel with armrest and cushion)	No.	Standard Size/Quality	20 nos	For office use			
2.	VIP Sofa Set (Set of 1 Double & 2 Single Sofa)	No.	Standard Size/Quality	3 Sets	For office use			
3.	Executive Table (Big)	No.	Standard Size/Quality	01 no.	For office use			

Intending eligible quotationer may obtain quotation document-free of cost from the OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER (ACCOUNTS SECTION), TELIAMURA R.D. BLOCK, KHOWAI DISTRICT, TRIPURA between 10.00 AM to 3.00PM up to 07/02/22. Financial documents sealed in separate covers must be delivered to the Block Development Officer, Teliamura R.D. Block, up to 07/02/22 till 3.30PM. All sealed quotations received till then will be opened on the same day, in the office at 4.00 P.M if possible. If the last date of tender dropping/opening of tender Box paralyzed due to unforeseen reason(s), then it shall be done on the next Government working day. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all the tenders without citing any reason whatsoever.

The details of quotation may also be seen in the website www.tripura.gov.in or https://www.tripura.gov.in or <a href="https:// khowai.nic.in or may be obtained from the Office of the undersigned on any working days during the bidding period.

ICA-C-3562-22

Sd/- Illegible Block Development Officer Teliamura RD Block, Khowai

বাজেট একান্তই জনদরদিঃ প্রধানমন্ত্রী পেগাসাস স্পিন ফলশ্রুতিঃ বিরোধী

নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের হতাশাই, লাভ ধনীদের

নয়দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। অতিমারিতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ জনগণ। আশা করা হয়েছিল, এ বছরের বাজেটে আয়কর ছাড়ের মাধ্যমে কিছুটা স্বস্তি দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। আয়কর ছাড় নিয়ে কোনও ঘোষণাই করলেন না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। এ নিয়ে আয়করদাতারা অসন্তোষ প্রকাশ করলে তা স্বাভাবিক। প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রের দ্বিচারিতা নিয়েও। আয়কর না কমালেও কপোরেট ট্যাক্স ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে করে দেওয়া হল ১৫ শতাংশ। এতে লাভ হল কপোরেট সংস্থার মালিকদের যারা সমাজের উপরতলার অংশ। অতিমারির দুই বছরে গোটা বিশ্বজুড়েই ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং দরিদ্ররা হয়েছে দরিদ্রতর। ভারত এই টেন্ডের একেবারে সামনের সারিতে। গত এক বছরে দেশে যত বিলিয়নেয়ার তৈরি হয়েছে, ফ্রান্স, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ডের মিলিত বিলিয়নেয়ারের সংখ্যার থেকে বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বাজেটে সুযোগ ছিল বৈষম্য কিছুটা কমানোর। কিন্তু সে পথ মাড়ালই না তারা। অতিমারির সময়ে দুর্ভোগে দিন কাটছে মধ্যবিত্তের। রান্নার গ্যাস থেকে সবজি হয়ে পেট্রোল-ডিজেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া। সংসার চালাতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠেছে। এর মধ্যে আয়করে কিছুটা ছাড় পেলে কস্ত খানিকটা লাঘব হত। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকারের প্রথম বাজেটে অরুণ জেটলি কিছুটা কমিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে আর কমেনি। মধ্যবিত্তের যদি দুর্ভোগ হয়, অতিমারিতে মরার হাল প্রান্তিক, শ্রমজীবী মানুষের। কাজ নেই, খাদ্য নেই, আত্মহত্যার পরিস্থিতি হয়েছে তাদের। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞেরা ভেবেছিলেন, দেশের ধনীতম অংশের ওপর সারচার্জ বসিয়ে সেই অর্থ দরিদ্র-কল্যাণে ব্যবহার করবে কেন্দ্র। কিন্তু সেসবও কিছু হয়নি। এই বাজেট মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিতের জন্য কিছুই সুরাহা করল না। ইতিমধ্যেই গর্জে উঠেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বললেন, 'সাধারণের জন্য এই বাজেট শুন্য মাত্র।'



বাজেটকে

স্বাগত মোদির

নয়দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের বাজেট প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার তিনি বলেন, "এই বাজেটে সকলেই উপকৃত হবেন। বিশেষত, সমাজের দরিদ্র এবং অন্থসর অংশের মানুষেরা।" এবারের বাজেটকে 'জনমুখী এবং প্রগতিশীল' বলে নির্মলা এবং তাঁর 'টিম'কে ধন্যবাদ জানান মোদি। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের সহায়ক হবে বলেও দাবি সংসদে করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কোভিড পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা. "এই বাজেট শতকের ভয়াবহতম বিপর্যয়ের আবহে নতুন উন্নয়নের সূচনা।" প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বুধবার কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানাবেন তিনি। মঙ্গলবার বাজেট প্রস্তাব পেশ করে নির্মলা জানান, চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৯.২৭ শতাংশ হতে পারে। অতিমারি পরিস্থিতিতে যা যথেষ্ট আশাপ্রদ বলে মনে করছে কেন্দ্র। বাজেটে 'ক্যাপিটাল এক্সপেভিচার' খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। যার অধিকাংশই খরচ হবে রাস্তা, সেতু-সহ নানা পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য। মোদির দাবি, অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করার পাশাপাশি, বাজেটে বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগও। **একনজরে বাজেট ২০২২** ঃ ৫ বছরে ৬০ লক্ষ কর্মসংস্থান, আয়করে ছাড় নয়, জোর করকাঠামোর সরলীকরণে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৮০ লক্ষ বাড়ি, চলতি বছরই শুরু ৫ও পরিষেবা, দেড় লক্ষ পোস্ট অফিসে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, দেশের নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা আনবে আরবিআই, রাজ্যগুলিকে এরপর দুইয়ের পাতায়

চলতি বছরেই ৫-জি

কর্মসংস্থান হবে বলেও সংসদে বক্তৃতায় বলেন তিনি। কেন্দ্রীয় পরিষেবা চাল করা হবে। তার জন্য এই বছরেই 'স্পেকট্রাম' নিলাম হবে। টেলি কমিউনিকেশন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এর ফলে অনেক কর্মসংস্থানও চালু হয়। ৫-জি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা চালু হলে প্রত্যন্ত গ্রামেও ব্রডব্যান্ড পরিষেবা পৌঁছবে। এই পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে পারফরমেস লিংকড ইনসেনটিভ (পিএলআই) চালু হবে।' পাশাপাশি গ্রামগুলিতে পরিষেবা চালু হবে।

নয়দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। ভারতে অপটিক্যাল ফাইবারের বিস্তার শুরু হতে চলছে ৫-জি পরিষেবা। বাড়িয়ে ইন্টারনেট ও টেলি এর ফলে টেলিকম জগতে প্রচুর যোগাযোগ পরিষেবা আরও উন্নত করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্মলা সীতারামণ। প্রসঙ্গত, এর আগে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'দেশে ৫জি (৫ও) পরিষেবা চালু করতে চলতি বছরেই ভারতে ৫ও চেয়েছিল রিলায়েন্স জিও। কিন্তু বেশ কিছু কারণে তা চালু করা যায়নি। যদিও ভারতে ৫জি (৫ও) স্মার্ট ফোন বিক্রি চাল হয়ে গিয়েছে। তবে অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণায় টেলিকম জগতে আমল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচেছ। জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদের শহরগুলিতে ৫জি

ই-পাসপোর্ট ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে দেশে

আসার পর থেকেই ডিজিটাল ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে মোদি সরকার। ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সেই পথেই এগোল কেন্দ্র। মঙ্গলবার বাজেট পেশের সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জানিয়ে দিলেন, ২০২২-২৩ থেকে দেশে চালু হবে ই - পাসপোর্ট। ডি জিটাল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কথাও বললেন তিনি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জানালেন, আরও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি হবে ই-পাসপোর্ট। তাতে থাকবে একটি চিপ। পাসপোর্টের জ্যাকেটেই থাকবে সেই চিপ। এই চিপ স্ক্যান করে পরখ করবে অভিবাসন দফতর। আন্তর্জাতিক এই

নয়দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি।। ক্ষমতায় রেডিও—ফ্রিকোয়েনির মাধ্যমে পাসপোর্টধারীকে শনাক্ত করা হবে। কেন্দ্র জানিয়েছে, এর ফলে যাত্রী নিরাপত্তা বাডবে। নিরাপত্তার ফাঁক গলে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না। আবার অভিবাসন দফতরে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ও কমবে। এসবের পাশাপাশি দেশে ডি জিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক দের ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়ানোর প্রশিক্ষণও দেওয়া হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও দেওয়া হবে। করোনা আবহে দেশে অনলাইনে পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছে শিশু থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়য়ারা। তারা অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এই মাধ্যমে। এবার তাই ডিজিটাল মাধ্যমে আইন মেনেই তৈরি হবে চিপ। পড়াশোনাতেই আরও জোর তাতে থাকা বায়োমেট্রিক এবং দিতে চাইছে মোদি সরকার।



আসছে সরকারি ক্রিপ্টোকারেন্সি

नग्रमिक्सि, > (ফব্রুग्राति।। ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্চুয়াল মুদ্রা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আগে থেকেই নাক-সিঁটকানি মনোভাব ছিল। ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে আয়-ব্যয়ের হিসেব জানার বা তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল না কেন্দ্রের। অনেকেই তাই আশঙ্কা করেছিলেন, এদেশে হয়তো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি। কিন্তু তা হয়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর আগেই জানিয়েছিলেন, নিজস্ব ভার্চুয়াল মুদ্রা আনবেন তাঁরা। আজকের কেন্দ্রীয় বাজেটে সে কথাই ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। তবে সেই সঙ্গে মোটা করের ব্যবস্থাও করা হল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনেই দেশে ক্রিস্টোকারেন্সি লেনদেন হবে এবং এ থেকে আয়ের ৩০ শতাংশ কর দিতে হবে সরকারকে। এই ঘোষণায় ভার্চয়াল মুদ্রা নিয়ে কেন্দ্র সরকারের 'নিমরাজি' মনোভাবই স্পষ্ট হল। ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের হিসেব

नशां पिल्ला, > स्व्यां शांति।। निर्मा সীতারমণ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগেভাগে এসেছে স্বস্তির খবর। কমেছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। স্বস্তিতে হোটেল ব্যবসায়ীরা। রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিভারে দাম কমলো ৯১ টাকা ৫০ পয়সা। এর ফলে দিল্লিতে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম হল ১৯০৭ টাকা। উল্লেখ্য, গত বছর ১ ডিসেম্বরে সিলিন্ডার পিছু ১০০ টাকা বেড়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম। যার ফলে দিল্লিতে তা পৌঁছে গিয়েছিল ২১০১ টাকায়। তেল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক সিলিভারের দাম কমানোয় স্বাভাবিকভাবেই তার ৮৯৯ টাকা ৫০ পয় সায়। প্রভাব পড়েছে কলকাতাতেও। এশহরে ১৯ কেজির গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমেছে ৮৯ টাকা। ফলে সিলিন্ডার প্রতি দাম দাঁডাল ১৯৮৭ টাকা। মম্বইয়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের নতন দাম হয়েছে ১৮৫৭ ৫০ পয়সা। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম টাকা। চেন্নাইয়ে কমেছে সবচেয়ে কম। সেখানে বাণিজ্যিক গ্যাস

সিলিন্ডারের দাম হল ২০৮০ টাকা। এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির ঊর্ধ্বমুখী দাম অব্যাহত। তথাপি রান্ধার গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত রেখেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, সামনেই পাঁচ রাজ্যে ভোট রয়েছে, এই অবস্থায় অবাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঝুঁকি নেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যে কারণেই রান্নার গ্যাসের দাম না বাড়ানো হোক, বস্তুত তা নিয়ে ভাবিত নয় সাধারণ মানুষ। প্রতিদিনের প্রয়োজনের গ্যাসের দাম না বাড়ায় স্বস্তিতে মধ্যবিত্ত। একই দাম থাকায় ১ ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে রান্নার গ্যাসের দাম থাকল কলকাতায় ১৪.২ কেজির সিলিভার কেনা যাবে ৯২৬ টাকায়। মম্বইতে সিলিন্ডার পাওয়া যাবে দিল্লির হারেই। চেন্নাইতে সিলিন্ডারের দাম পড়বে ৯১৫ টাকা কমায় স্বস্তিতে হোটেল

এরপর দুইয়ের পাতায়

অরুণাচলের তরুণকে হাত বেঁধে ইলেকট্রিক শকও দিয়েছে চিনা সেনা

বাড়ি ফিরে লাল ফৌজের নির্মম অত্যাচারের কাহিনি বলে তার পরিবারের দাবি। তার শরীরে রয়েছে চিনা শোনাল মিরাম তারোন। অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত সেনার নিপীড়নের চিহ্ন। প্রসঙ্গত, ২০২০-র সেপ্টেম্বরে নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি)-য় অপহৃত ওই কিশোরের বাবা অরুণাচল সীমান্তে পাঁচ গ্রামবাসীকে অপহরণের পরে অভিযোগ করেছেন, চিনা পিপলস লিবারেশন আর্মি একই ভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল চিনা সেনা। ১৮ (পিএলএ)-র শিবিরে হাত-পা-চোখ বেঁধে বেধডক জানুয়ারি অরুণাচলের আপার সিয়াং জেলার লংটা জোর লাথি মারা হয় তাঁর ছেলেকে। দেওয়া হয় ইলেকট্রিক এলাকায় এলএসি লাগোয়া জঙ্গল থেকে ১৭ বছর বয়সি শকও। শুধু মারধরই নয়, চিনা সেনার শিবিরে ন'দিন মিরামকে অপহরণ করে লাল ফৌজ। মিরাম ও তার বন্দি থাকার সময় মানসিক নিপীডনও সইতে হয়েছে বন্ধ জনি ইয়েয়িং ওই এলাকায় ওষধি গাছ সংগ্রহ করতে মিরামকে। কখনও খনের হুমকি শুনেছে। কখনও বা এবং পাখি শিকারে গিয়েছিল। মিরাম বন্দি হলেও চিনা कारनत करायक देशि पृत्त स्वराधिका तांदेरफरलत नल त्तर्थ राजनात नांशाल अफ़िराय शालाय जिन। करल जाना याय, খালি করা হয়েছে পুরো ম্যাগজিন। প্রচণ্ড শব্দে কানে অপহরণের কথা। প্রাথমিক ভাবে চিনা ফৌজ তালা লেগে গিয়েছে। বারুদের ঝলকানিতে ধাঁধিয়ে অপহরণের অভিযোগ

ইটানগর. ১ ফেব্রুয়ারি।। অপহরণের ১৩ দিন পরে গিয়েছে চোখ। মিয়াম এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে

কানহাইয়া কুমারের দিকে ছোড়া হল কালি

লখনউ, ১ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমারের দিকে কালি ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে দলের নেতাদের দাবি, ওটা এক ধরনের অ্যাসিড। লখনউয়ে কংগ্রেসের কার্যালয়ে ছিলেন কানহাইয়া। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে কালি ছুড়ে মারতে যায়, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয় সে। কিন্তু কয়েক ফোটা পড়ে ৩-৪ যুবকের গায়ে। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে নিয়ে কোনও তথ্য জানা যায়নি। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নেতার দাবি, ওটা কালি নয় এক ধরনের অ্যাসিড। প্রসঙ্গত, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী কানহাইয়া আগে সিপিআইয়ের সদস্য ছিলেন। গত বছর কংগ্রেসে যোগ দেন। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা হলেও তিনি সাফ জানান, কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে হারাতে হলে কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দলের প্রয়োজন। ২০১৯ लाकमं निर्वाहत विशासत तथमतारे कन्द्र थिएक निर्वाहत माँ फ़िय़ हिलन কানহাইয়া। কিন্তু বিজেপি প্রার্থী গিরিরাজ সিংয়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন।

ধানবাদে অবৈধ খনির ছাদ ধসে বহু শ্রমিক চাপা পড়ার আশঙ্কা, উদ্ধার ৪ জনের দেহ

এরপর দুইয়ের পাতায়

রাঁচি, ১ ফেব্রুয়ারি।। বড়সড় খনি দুর্ঘটনা ঘটেছে থেকে এক মহিলা-সহ তিন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে। বেআইনি খননের সময় তিনটি করা হয়েছে। দেহগুলি পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য জায়গায় খনির চাল (ছাদ) ধসে পড়েছে। তার জেরে পাঠিয়েছে। বাকি শ্রমিকদের খনিগর্ভ থেকে উদ্ধারের বেশ কয়েক জন শ্রমিক চাপা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা চেষ্টা চলছে। নিরসার প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ চট্টোপাধ্যায় করা হচ্ছে। ওই অবৈধ খনিগুলি থেকে এখনও পর্যন্ত বলেন, "খনি দুর্ঘটনার জেরে ২০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা চার জনের মৃতদেহ বার করা হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারে করা হচ্ছে। এটা রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুরু হয়েছে তল্লাশি। একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় যারা বেআইনি ভাবে খনন করে তাদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ধানবাদের নেতা এবং পুলিশ প্রশাসনের অনেকেই এই চক্রের সঙ্গে নিরসায় কয়েকটি অবৈধ খনিতে ধস নামে। ইসিএলের জড়িত।" নিরসার বর্তমান বিজেপি বিধায়ক অপর্ণা মুগমা-গোপীনাথপুরের দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়া খনি, ১২ সেনগুপ্তের কথায়, "এত বড় দুর্ঘটনা দেখে আশ্চর্য হয়ে নম্বর বিসিসিএল এবং ইসিএলের খনিতে অবৈধ ভাবে । যাচ্ছি। ইসিএল কী করছে? ওরা অবৈধ খননের বিষয়ে কয়লা উত্তোলনের সময় ছাদ ধসে পড়ে। ঘটনাস্থল কিছু জানে না? এটা খুবই 🔹 🗨 এরপর দুইয়ের পাতায়

জৈব মিশনে সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ দফতর

ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তাতে ত্রিপুরা রাজ্যে ২০১৬ সাল থেকে জৈব মিশন চলছে। কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে এখন অবধি ৬০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়। আরো ১৫০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ করার অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু জৈব চাষ নয় , এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কোম্পানি তৈরি করে আয় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কিন্ত ত্রিপুরা কৃষি দপ্তরের ব্যর্থতায় এই প্রকল্প আজ অবধি সাফল্য অর্জন করেন নি। এই প্রকল্পটি পরিচালনার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্তরে কাজ করার পরিকল্পনা দিয়েছে। যেমন, রাজ্য স্থরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকার কথা। কৃষি মন্ত্রণালয় বার বার চিঠি দিয়েছে যাতে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ত্রিপুরা তৈরি হয়। লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি করতে দেইনি কিছু লোক। কারণ স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি হলে, তার অধীন থেকে চলে যাবে এই প্রকল্প। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য বিশেষ করে মনিপুরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে যাচ্ছে কিন্ত স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলছে না। যার কৃষক কোম্পানি নিয়ে অভিজ্ঞতা আছে ওনাকে না বসিয়ে যার অভিজ্ঞতা নেই ওনাকে দিয়ে কাজ করানোর কারণে জৈব প্রকল্পে এখনও সাফল্যজনকভাবে কিছু হয় নি। সঠিক ভাবে খোজ নিলে দেখা যাবে কে বা কারা কেন্দ্রীয় সরকারের এর চিঠিকে গুরুত্ব না দিয়ে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলছে না। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ হলে জৈবপ্রযুক্তি , কৃষক কোম্পানি বিশেষজ্ঞ লোক থাকে। কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রী দিয়ে এই প্রকল্প চলতে পারে কিন্তু এই প্রকল্পের প্রধান উদ্যোশ্য হলো মার্কেটিং ও আধুনিক জৈব চাষ এর জ্ঞান। যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ কারিগরী সংস্থাকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের কাজ হলো প্রকল্প রূপায়ণ। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এর কাজ হলো ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালনা করা। কিন্ত রাজ্যের কৃষি দপ্তরের কর্মীদের কারণে তা ব্যর্থ হচ্ছে। ৬ বছর জৈব প্রকল্প চলছে, আজ অবধি কোনো জৈব বাজার নেই। বাজার দূরের কথা , জৈব দোকান



নেই। আর দোকান থাকলে কতো দিন চলবে চাল আর জুমদের ফসল বিক্রি করে। কেনো জৈব চাষের বীজ ও সার সঠিক সময় দেওয়া হয় না। নিম গাছ ও বিভিন্ন জৈব চাষের উপাদান নেই। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকলে শুধু জৈব চাষ নিয়ে গবেষণা ও কাজ হবে। কিন্ত পূৰ্বতন কৃষি অধিকৰ্তা

অনুমোদন দেয়নি স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলতে। বহু কৃষি মহাকুমাতে এখনো এক টাকাও কৃষকদের দেওয়া হয়নি জৈব প্রকল্পে।

উদ্যান বিভাগে ফসলের উৎপাদন কাগজে কলমে এতো বেশি যে সারা রাজ্যকে খাইয়ে আরো উদ্বিত্য হবে। কিন্তু আদতে অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। পরিকল্পনার অভাবে হারিয়ে গেছে জুম্পুই এর কমলা। কমলার ডাই বেক রোগ থেকে মুক্তি পেতে নতুন বাগান তৈরি করতে হয়। জুস্পই এর কমলা গাছের সার ব্যবহার না করে আসাম এর সার ব্যবহার এর ফলে জুম্পই এর কমলা হারিয়ে গেছে। জৈব কমলা চাষ হলে রাজ্যের কৃষক রা আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে পারে। কিন্ত কে করবে পরিকল্পনা। সবাই মুনাফা আর

বেতন গুনে মাস শেষ করে। রাজ্য সরকার-এর বদলী নীতি কাজ করে না কৃষি দপ্তরে , কিছু আধিকারিকের জন্যে। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিতে বাহারুল ইসলাম কে কৃষি উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করতে বলেছিলেন। কিন্ত কোনো অজ্ঞাত কারণে তা হয়নি। বিজেপি সরকার আসার আগে বলা হয়ে ছিলো কৃষি দুর্নীতির তদন্ত হবে , ভুয়া এস সি সার্টিফিকেট , বীজ কেলেঙ্কারি ফাঁস করে তদন্ত হবে। আদতে কিছু হইনি। কিছু অফিসার সাময়িক বরখাস্ত হলেও রাভব বোয়াল এখনো অধরা। অধিকর্তা সাহেব নিজে হয়তো চাইলে সব কিছু করতে পারেন। অজানা কারণে ওনিও চুপ। রাজ্যের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ও বিভিন্ন জেলা স্তরে কৃষক দিশেহারা পোকার আক্রমণে। কিন্তু পতঙ্গ বিষয়ে গবেষণা, জৈব সার , মাটি পরীক্ষা কার্ড সব কিছুতে শুধু কাগজ নির্ভর। সঠিক লোক সঠিক জায়গাতে থাকলে কি না করা যায় তার প্রমাণ হলো ড: রাজীব ঘোষকে দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে ওই কেন্দ্রের গবেষণা ও উন্নয়ন চোখে পরছে। উদ্যান বিভাগে দায়িত্ব নিয়ে ফনি ভূষণ জমাতিয়া সঠিক লোক সঠিক জায়গা দিতে শুরু করেছেন। কিন্ত ওনার কাজকে বাধা দিতে তৈরি একটি মহল। মহকুমা গুলিতে কোটি টাকা পরে আছে সার সরবরাহ করার। কিন্ত আজও ওই টাকা ব্যয় করা হয় নি।

এতো গুলি প্রকল্প অনুমোদন করে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার , তারপরও আমাদের রাজ্য কৃষি আমদানী নির্ভর। কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার রাষ্ট্রবাদী সরকার-এর।

হিনের ফাঁদে ক্রী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রীড়া আইনের ফাঁদে হাবুড়ুবু খাচ্ছে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় জেলাভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। অবশ্যই সেটা ক্রীড়া আইনকে মান্যতা দিয়ে করা হবে। এই সরকারি উদ্যোগে রীতিমত দিশেহারা অবস্থা স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি উদ্যোগে স্বশাসিত সংস্থা গড়ে উঠা আদৌ আইনসম্মত কি না ? সমস্ত স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি একটি ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃত এবং আইওএ অনুমোদিত। সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নেবে ফেডারেশন ? এই বিষয়ে সন্দিহান ক্রীডাপ্রেমীরা। আইনের ফাঁদে

যেমন বেআইনি কাজকে প্রশ্রয়

আমেদাবাদের

অধিনায়ক হয়ে

চুলের নতুন

কায়দায় হার্দিক

জেলাভিত্তিক ক্রীডা সংস্থা গঠনের জন্য যে নিৰ্বাচনি প্ৰক্ৰিয়া চালু হতে চলেছে তা হয়তো বৈধ নয়। সোসাইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত হয়েছে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি। কিছু সংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থাগুলিকে কর্মক্ষম করে তুলেছিলেন। এমন নয় যে, রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে তারা অনেক এগিয়ে যেতে পেরেছে। এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলেও ক্রীড়াক্ষেত্রকে সচল রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। যারা এক সময় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে এসব সংস্থাগুলি গড়ে তুলেছিলেন তারাই আজ ব্যাকফুটে। এক সংগঠক বললেন, আসলে ক্রীড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দেওয়া হয় তখন ঝামেলা হবে। আইনের নামে সংস্থাগুলিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য। পাশাপাশি তিনি এই প্রশ্নও তুলেছেন যে, আইওএ কিংবা কোন ফেডারেশন কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপকে কখনই সুনজরে দেখবে না। ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের হস্তক্ষেপের কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতীয় বক্সিং-কে বেশ কয়েক বছরের জন্য সাসপেভ করেছিল। স্বশাসিত অর্থাৎ যেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। কিন্তু এই রাম রাজত্বে ত্রিপুরায় হয়ে চলেছে ঠিক উল্টোটা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ। যেখানে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ে না। সেখানে শুধুমাত্র নিত্যনতুন আইন এবং নির্দেশাবলী। একটি ইতিবাচক এবং দুরদর্শী মনোভাব ক্রীডাক্ষেত্রকে

তাই ক্রীড়ামহল আশঙ্কিত, সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোই প্রধান এক্ষেত্রে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর চলছে সম্পূর্ণ অপেশাদার পথে। স্বভাবতই ক্রীডাপ্রেমীরা আশঙ্কিত। হয়তো এই ক্রীড়া আইন আরও বড় কোন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে ক্রীড়া জগৎ-কে। রাজ্যের খেলাধুলা বর্তমানে গতি মন্থরতায় ভুগছে। শুধুমাত্র করোনাকে এর জন্য কাঠগড়ায় তোলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।সরকারি নীতি এর জন্য অনেকটা দায়ী। দ্রুত ক্রীড়াক্ষেত্রকে স্বাভাবিক করে তোলাই আসল কাজ। দরকার ঘরোয়া স্তরে খেলাধুলা চালু করা। শুধু সরকারি উদ্যোগে খেলো ত্রিপুরা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। দুর্ভাগ্য, সেটাই করে চলেছে দফতর। আর ওদিকে ক্রীড়া আইনের খপ্পরে পড়ে দিশেহারা স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি।

অবসরপ্রাপ্ত জিমন্যাস্টিক্স

কোচকে সংবর্ধনা প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১

ফেব্রুয়ারি ঃ সদ্য অবসরে যাওয়া পিআই তথা জিমন্যাস্টিক্স কোচ চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস-কে এনএসআরসিসি-র মিলনায়তনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে পিআই হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সাথে কর্তব্য পালন করে গেছেন তিনি। অসংখ্য জিমন্যাস্টকে প্রাথমিক অবস্থায় তৈরি করেছেন তিনি। বস্তুতঃ খুদেদের কোচ হিসাবে রাজ্য জুড়ে তার সুনাম রয়েছে। এদিন এনএসআরসিসি-তে এই অবসরপ্রাপ্ত কোচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব তথা দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, পদ্মশ্রী প্রাপক জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ কর্মজীবনে অসংখ্য কৃতী জিমন্যাস্ট উপহার দিয়েছেন তিনি। তার দীর্ঘায়ু ও

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ জুয়েলস

অ্যাসোসিয়েশনের খারাপ সময়

কিছুতেই কাটছে না। মঙ্গলবার

আরও একটি শোচনীয় পরাজয়

ঘটলো। সেই সাথে এটাও নিশ্চিত

হয়ে গেলো যে, অবনমন ঘটছে

তাদের। শহরের ঐতিহ্যশালী

২০১২-তে দ্বিতীয় ডিভিশনে

চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিশনে

উঠেছিল। দেবাশিস রাই, সনম

লেপচা-রা এখন এগিয়ে চল সংঘের

হয়ে মাতিয়ে দিচ্ছে। ২০১৩-তে

জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনই প্রথমবার

তাদের আগরতলায় নিয়ে এসেছিল।

২০১৯ পর্যন্ত সব কিছু ঠিকভাবেই

চলছিল। হঠাৎ করে একটা ঝড় এসে

যেন জুয়েলস-র সাজানো বাগান

তছনছ করে দিলো। প্রথম

ডিভিশনের একটি দল দ্বিতীয়

ডিভিশনের বাজেট নিয়ে দল গঠন

করেছে। অর্থাৎ অর্থ একটা বড়

সমস্যা ছিল। পাশাপাশি অতীতে

জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের দল

গঠনে যাদের প্রধান ভূমিকায় দেখা

যেতো তাদের অনেককেই এবার

অ্যাসোসিয়েশন

সিনিয়র লিগে আজ মুখোমুখি লালবাহাদুর

সুস্থতা কামনা করেন সহকর্মীরা

ফরোয়ার্ড

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ সিনিয়র লিগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আগামীকাল মুখোমুখি হবে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব। ইতিমধ্যেই সুপারে পৌঁছে গেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। যদিও আগের ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘের কাছে তাদের হেরে যেতে হয়েছে। অন্যদিকে, সুপারে এখনও নিশ্চিত নয় লালবাহাদুর। আগামীকাল ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে পয়েন্ট পেলে অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে। ফলে তাগিদটা তাদেরই বেশি থাকবে। এই আবহে আগামীকালের ম্যাচটি টিএফএ-র কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে লালবাহাদুর ক্লাবের। আর এই বছর প্রায় প্রতিটি দলই রেফারিং নিয়ে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে। রেফারির সিদ্ধান্ত নিজেদের অনুকূলে না গেলেই সমস্যা তৈরি করছে ক্লাবগুলি। এই অবস্থায় আগামীকালের ম্যাচটি দুই দলের পাশাপাশি টিএফএ-র কাছেও একটা পরীক্ষা। ফুটবলপ্রেমীরা আশা করছে, একটি নিটোল এবং সুন্দর ম্যাচ উপভোগ করা যাবে। টিএফএ-র পাশাপাশি রেফারি এবং দুই দলকেও বিষয়টা

৫৯০ ক্রিকেটারকে

মুম্বাই, > ফেব্রুয়ারি।। এ বারের আইপিএল নিলামে উঠবেন ৫৯০ জন ক্রিকেটার। বাংলার ১৪ ক্রিকেটারের নাম রয়েছে সেই তালিকায়। বাদ পড়েছেন ওয়েস্ট ইভিজের ক্রিস গেল। থাকছেন ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার। মঙ্গলবার আইপিএল-এর তরফে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে ৩৭০ জন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম রয়েছে। তার মধ্যে বাংলা থেকে রয়েছেন ১৪ জন। মহম্মদ শামি, ঋদ্ধিমান সাহার মতো ভারতীয় দলে নিয়মিত খেলা ক্রিকেটাররা যেমন রয়েছেন তেমনই রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ, শ্রীবৎস গোস্বামীর মতো ক্রিকেটাররাও। নিলামে অস্ট্রেলিয়ার ৪৭ জন ক্রিকেটার রয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৪ জন ক্রিকেটার নিলামে উঠবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৩৩ জন ক্রিকেটার রয়েছেন তালিকায়। ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের ২৪ জন করে ক্রিকেটার রয়েছেন এই তালিকায়। আফগানিস্তানের ১৭ জন ক্রিকেটার রয়েছেন নিলামে। নেপাল, আমেরিকা এবং জিম্বাবোয়ে থেকে রয়েছেন এক জন করে ক্রিকেটার। বাংলাদেশের পাঁচ জন ক্রিকেটার রয়েছেন নিলামে।৪৮ জন ক্রিকেটার নিজেদের ন্যুনতম মূল্য রেখেছেন ২ কোটি টাকা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মহম্মদ শামি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শিখর ধবন, শ্রেয়স আয়ারের মতো ক্রিকেটার।

দেখা গেলো না। যে দল তারা গঠন করেছে তাতেই এটা স্পষ্ট যে, দলটির পক্ষে ভালো কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিল্লার এক ঝাঁক নবীন ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নেমেছিল। যাদের প্রথম ডিভিশনে খেলার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। ফুটবলপ্রেমীরা স্বভাবতই মর্মাহত জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের এই শোচনীয় ফলাফলে। কয়েক বছর জুম্মেলস

অ্যাসোসিয়েশনের সেই রমরমা নেই। স্বভাবতই ফু টবলপ্রেমীরা হতাশ। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টাউন ক্লাব ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিলো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে। জম্পুইজলার ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে টাউন ক্লাব। জুনিয়রদের পাশাপাশি কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলারও দলে রয়েছে। খেতাবি দৌড়ে না থাকলেও দলটি অবনমন বাঁচিয়ে ফেলেছে। এর আগে ত্রিপুরা পুলিশকেও হারিমেছিল। এদিন জুমেলস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়ে আসরে দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে অনেকটা

নিশ্চিত সুবোধ দেববর্মা-র দল। ম্যাচের ৯ মিনিটে বনবীর কলই-র গোলে এগিয়ে যায় টাউন ক্লাব। একটা সময় রাজ্যের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হিসাবে গণ্য হতো বনবীর। যদিও নিজের ফুটবল জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এখন তাই বড় দলে সুযোগও মিলে না। তবে এদিন বনবীর-র গোলে এগিয়ে যায় টাউন ক্লাব। ২ মিনিট পর দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করলো মনীষ দেববর্মা। প্রথমার্ধের অন্তিমলগ্নে টাউন ক্লাবের হয়ে ব্যবধান ৩-০ করে সহদেব দেববর্মা। পিছিয়ে থাকা জুয়েলস দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান কমাতে সক্ষম হয়। গোলটি করে লক্ষ্মণ জমাতিয়া। এরপর ফের আক্রমণে ঝড় তুলে টাউন ক্লাব। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে জুয়েলস-র বক্সে। ৬৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোলটি করে মনীষ। ৭৫ মিনিটে পঞ্চম গোলটি আসে বত্রসাধন জমাতিয়া-র সৌজন্যে। শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলে জয় তুলে নেয় টাউন ক্লাব। ম্যাচটি

পরিচালনা করেন টিঙ্গু দে।



স্বপ্ন পুরণের পথে ত প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সামনেই রঞ্জি ট্রফি। সেখানে ভালো দেওয়া এবং এনসিএ-র বিশেষ শিবিরে সুযোগ পাওয়া খুব সোজা **আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ** পারফরম্যান্স করলে আরও রাজস্থান রয়্যলস, কিংস ইলেভেন অনেকের সামনেই আইপিএল-র

মুম্বাই, ১ ফেব্রুয়ারি।। সামনেই আইপিএল-এর নিলাম। কোন্ ক্রিকেটার কোন্ দলে যাবেন তা নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। ১২১৪ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। ইতিমধ্যেই দলগুলি কিছু ক্রিকেটার ধরে রেখেছে। নতুন দুই দল বেছে নিয়েছে তিন জন করে ক্রিকেটারকে। আমেদাবাদ জানিয়ে দিয়েছে



হার্দিক পান্ডিয়া তাদের অধিনায়ক। নিলামের আগে তারকা ক্রিকেটার ধরা দিলেন নতুন চেহারায় এত বছর মুম্বই ইভিয়ান্সের হয়ে আইপিএল-এ খেলতেন হার্দিক। প্রথম বার অন্য কোনও দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে এই অলরাউন্ডারকে। নতুন দলের হয়ে খেলতে নামার আগে চুলে নতুন কায়দা করলেন হার্দিক। ইনস্টাগ্রামে চুলের সেই ছবি দিলেন তিনি। হার্দিক ছাড়াও আমেদাবাদের দলে খেলবেন রশিদ খান এবং শুভমন গিল। হার্দিক এবং রশিদকে দলে নেওয়া হয়েছে ১৫ কোটি টাকা দিয়ে। শুভমনকে নেওয়া হয়েছে ৮ কোটি টাকা দিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে হার্দিক জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অলরাউন্ডার হিসেবেই খেলবেন। বেশ কিছ দিন ধরে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি হার্দিক। চোটের কারণে বল করতে পারছিলেন না তিনি। এ বারের আইপিএল তাঁর কাছে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ।

পাঞ্জাব, কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং মন্ধাই ইন্ডিয়ানে টায়াল দিয়েছে রাজ্যের প্রতিভাবান লেগস্পিনার অমিত আলি। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্গালুরুতে এনসিএ-তে বিশেষ শিবিরেও সুযোগ পায়। এবার আইপিএল নিলামের জন্যও অমিত আলি-র নাম নথিভুক্ত হলো। মঙ্গলবার আইপিএল কমিটি ৫৯০ জন ক্রিকেটারের তালিকা প্রকাশ করলো। এর মধ্যে ত্রিপুরা থেকে রয়েছে একমাত্র অমিত আলি-র নাম। আগামী ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্গালুরুতে হবে নিলাম প্রক্রিয়া। গত বছর প্রত্যুষ সিং-র নাম নিলামের জন্য নথিভুক্ত বছর দুবাই যে আই পিএল হয়েছিল। যদিও প্রত্যুষ ত্রিপুরার চলাকালীন আরসিবি-র নেট ভূমিপুত্র নয়। সেক্ষেত্রে অমিত বোলার হিসাবেও সুযোগ আলি হলো রাজ্যের প্রথম পেয়েছিল।তাকে নিয়ে এবারও ক্রিকেটার যার নাম আইপিএল প্রত্যাশা ছিল।তবে সৈয়দ মুস্তাক স্বভাবতই রাজ্যের ক্রিকেট মহলে ট্রফিতে সেভাবে পারফরম্যান্স একটা খুশির হাওয়া। প্রাক্তন করতে পারেনি অজয় সরকার। ক্রিকেটাররা বলছেন, সবে শুরু।

দরজা খুলে যাবে। মণিশংকর মুড়াসিং, অজয় সরকার সহ আরও বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের নাম টিসিএ থেকে পাঠানো হয়েছিল। তবে এদের মধ্য থেকে একমাত্র অমিত-কেই নিলামের জন্য বিবেচিত করা হয়েছে। আসলে জাতীয় আসরে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করার স্বীকৃতি পেয়েছে অমিত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি, অন্যরা সেভাবে জাতীয় আসরে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। অমিত -র আগেই জাতীয় ক্ষেত্রে পরিচিতি পেয়েছিল অজয় সরকার। গত তার জায়গাটা এবার নিয়ে অমিত আলি-র সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হবে নিয়ে ছে কোনাবনের অমিত অন্যরাও। আগামী বছর থেকেই সালি। একই সিজনে চারটি হয়তো সংখ্যাটা আরও বাড়বে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়াল

ব্যাপার নয়। লেগস্পিনার অমিত সেটাই সম্ভব করেছে। জাতীয় সিনিয়র নির্বাচকদের নজরেও রয়েছে অমিত।এই অবস্থায় তার নাম আইপিএল নিলামের জন্য নথিভুক্ত হবে এটা প্রত্যাশিত ছিল। বর্তমানে অমিত রাজ্য দেলেরে রঞ্জি টুফিরি শিবিরি রয়েছে। এদিন খবরটা আসা মাত্রই সহ ক্রিকেটাররা অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছে অমিত আলি-কে। লক্ষ্যপূরণের পেথে এগিয়ে চলেছে এই স্পিনার। কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই সেরকম উৎফুল্ল নয়। তার বক্তব্য হলো, আগে সুযোগ পাই। আর শুধু সুযোগ পাওয়াই নয়, সুযোগ পেয়ে নিজেকে মেলে ধরাই আমার প্রধান লক্ষ্য। নিজেকে নিখুঁত করে তোলার জন্য তাই দীর্ঘসময় অনুশীলন করে নিলামের জন্য নথিভুক্ত হলো। আলি কিংবা বিজয় হাজারে চলেছি। সব ক্রিকেটার আগে স্বপ্ন দেখতো জাতীয় দলে খেলবে। এখন তার পাশাপাশি যোগ হয়েছে আইপিএল। সেই পথে অনেকটাই এগিয়ে গেলো অমিত আলি। আগামীতে যা রাজ্যের ক্রিকেটারদের দারুণভাবে উদ্বদ্ধ করবে।

দর্শক ছাড়াই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে ভারত-ওয়েস্ট ইডিজ ওয়ানডে সিরিজ

গান্ধীনগর, ১ ফেব্রুয়ারি।। ৭৫ ম্যাচের একদিনের সিরিজ। ৯ ও করতে চলেছি। তবে করোনার সোমবার বাংলায় করোনার বিধিনিষেধের কথা বলতে গিয়ে এ কথাই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার ফলে ইডেনে আসন্ন ভারত-ওয়েস্ট সমর্থকদের উপস্থিতিতেই হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। তবে গ্যালারিতে বসে ওয়ানডে সিরিজ জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু তিন আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন

শতাংশ দর্শক নিয়ে স্টেডিয়ামে ১১ জানুয়ারি হবে দ্বিতীয় ও বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় ম্যাচ আয়োজন করা যাবে। তৃতীয় ম্যাচ। সবকটি ম্যাচই হবে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। তবে মঙ্গলবার গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, করোনা সংক্ৰমণ এড়াতে দৰ্শকশূন্য মাঠেই ইন্ডিজ টি - টোয়েন্টি সিরিজ হবে ম্যাচ। আহমেদাবাদেই এক হাজার তম ওয়ানডে ম্যাচটি খেলতে চলেছে ভারতীয় দল। এশিয়ার দল হিসেবে প্রথম টিম দেখার সুযোগ পাবেন না ইন্ডিয়াই এই মাইলস্টোন ছুঁতে ক্রিকেট প্রেমীরা। সে কথাই চলেছে।এদিন গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার তরফে জানানো হয়, জানিয়ে তিনি লেখেন, ইডেনে ক ন্টোল বোর্ড।আগামী ৬ ''আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে

রেখে দর্শকশূন্য ভাবেই সব ম্যাচের আয়োজন করা হবে।"এদিকে, ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ইডেনে শুরু হবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং'র টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ ১৮ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি। তার আগেই স্টেডিয়ামে ৭৫ শতাংশ দর্শক নিয়ে ম্যাচ আয়োজনের ঘোষণায় খুশি বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ ফের সমর্থকরা ফিরতে পারবেন এটাই ভাল খবর।

কার্তিক সাহা-র মৃত্যুর সাড়ে পাঁচ মাস

টিসিএ-র তরফে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি মানিক-রা

ফেব্রুয়ারি ২০২২। আজ সাড়ে পাঁচ রাজ্যের প্রয়াত তরুণ ক্রিকেটার কার্তিক সাহা-র পরিবারকে মানিক সাহা-রা টিসিএ থেকে এক টাকাও আর্থিক সাহায্য দেয়নি বলে সূত্রে খবর। যদিও কার্তিক সাহা-র মৃত্যুর পর এলাকার বিধায়ক রেবতী মোহন দাস-কে সাথে নিয়ে প্রয়াত তরুণ ক্রিকেটারের বাড়িতে গিয়ে টিসিএ-র তরফে দশ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য এবং কার্তিক সাহা-র নামে একটি ক্রিকেট মাঠের নাম করা টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা এবং ঘোষণা দিলেও আজ পর্যন্ত নাকি এই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, তার সাথে থাকা টিসিএ-র যুগ্মসচিব আগরতলা, **১ ফেব্রুয়ারি ঃ ১**৬ কিশোর কুমার দাস। সেদিন মিডিয়ার আগস্ট ২০২১ থেকে আজ ১ ক্যামেরার সামনেই মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-রা প্রতিশ্রুতি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দিয়েছিলেন যে, কার্তিক সাহা-র পরিবারকে টিসিএ থেকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু আজ সাড়ে পাঁচ মাস। টিসিএ থেকে কার্তিক সাহা-র পরিবারকে নাকি এক টাকাও সাহায্য দেওয়া হয়নি। টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্লাবগুলি এবং কার্তিক সাহা-র সতীর্থ ক্রিকেটাররা যা কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছিল। জানা গেছে, কার্তিক সাহা-র মৃত্যুর পর কিশোর কুমার দাস-র সাথে মানিক সাহা প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন টিসিএ-র তরফে আর্থিক সাহায্যের

ব্যাপারে টিসিএ-তে কোন সবাই ভেবেছিলাম যে, কার্তিক-র আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। অভিযোগ, কার্তিক সাহা-র সতীর্থ ক্রিকেটাররা যখন আর্থিক সাহায্য দিতে কার্তিক-র বাড়িতে যেতে চেয়েছিল তখন নাকি তাদের টিসিএ থেকে রীতিমত হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, কার্তিক সাহা-র বাড়িতে নয়, টিসিএ-তে কার্তিক সাহা-র মা, বাবাকে ডেকে এনে টাকা দিতে হবে। তারপর টিসিএ-তে এনে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আজ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখেও কার্তিক সাহা-র পরিবারকে টিসিএ থেকে কোন টাকা দেওয়া হয়নি। প্রয়াত কার্তিক সাহা-র এক সতীর্থ ক্রিকেটার জানায়, টিসিএ-র সভাপতি,

পরিবার দ্রুত আর্থিক সাহায্য পাবে। কিন্তু আজ সাড়ে পাঁচ মাস হলো টিসিএ-র তরফে কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। টিসিএ-র এই ভূমিকা নিশ্চিতভাবে প্রয়াত কার্তিক সাহা-র পরিবারকে কস্ট দিচ্ছে। তার প্রশ্ন, গত সাড়ে পাঁচ মাসেও কেন টিসিএ কার্তিক সাহা-র পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। জানা প্র্যাকটিসরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল আরেক তরুণ ক্রিকেটারের। টিসিএ অবশ্য পরবর্তী সময়ে ওই ক্রিকেটারের দিয়েছিল। কিন্তু কার্তিক সাহা-র মৃত্যুর পর টিসিএ-র ঘোষণার পরও কোন যুগ্মসচিবের ঘোষণার পর আমরা সাহায্য পায়নি তার পরিবার।

গেছে, এর আগে এমবিবি মাঠে পরিবারের হাতে দশ লক্ষ টাকা তুলে

নিয়ে আইপিএল নিলাম

নিশ্চিত করতে হরে।

বিদেশিদের মধ্যে ২ কোটি টাকা দাম রয়েছে ট্রেন্ট বোল্ট, প্যাট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। ঘরোয়া ক্রিকেট স্তব্ধ অথচ মাঠ **ফেব্রুয়ারিঃ** মাঠ এবং পিচের উন্নতি হলেই রাজ্য ক্রিকেটে তৈরিতে ব্যস্ত টিসিএ। এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের বক্তব্য

উন্নতির জোয়ার বইয়ে যাবে। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি হলো, নতুন নতুন মাঠ তৈরি করা অবশ্যই প্রয়োজন। দায়িত্বে আসার পর থেকেই তাই রাজ্য জুড়ে মাঠ তৈরিতে 🏻 কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার ছিল রাজ্যের ক্রিকেটিয় পরিবেশকে নজর দিয়েছে। যদিও গত আড়াই বছর ধরে রাজ্যে ঘরোয়া স্বাভাবিক করে তোলা। আগে এই পরিকাঠামোর মধ্যে ক্রিকেট এক প্রকার স্তব্ধ। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রমরমিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট চলেছে। সুতরাং বর্তমানেও এর জন্য যতটা দায়ী তার চাইতে কম দায়ী নয় টিসিএ-র খুব সহজেই ঘরোয়া ক্রিকেট করা যায়। শুধুমাত্র মাঠ অক্রিকেটমুখী কার্যকলাপ। তারা বলতে পারে, আমরা নিয়ে পড়ে থাকলে দেখা যাবে এক বছর পর রাজ্য দল তো আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের পাশাপাশি রাজ্য জুড়েই গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ক্রিকেটার নেই।যে কোন মাঠ তৈরিতে নজর দিয়েছি। ক্রিকেটমুখী মনোভাব না রাজ্য দল গঠনের জন্য বর্তমান পারফরম্যাপকে গুরুত্ব থাকলে সেটা কি করে সম্ভব? ক্রিকেটপ্রেমীদের বক্তব্য দিতে হয়। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ থাকার কারণে হলো, মাঠ তৈরি হলেও সেখানে ক্রিকেটারদের নামাতে আগামী বছর থেকে শুধুমাত্র অতীতের পারফরম্যান্সের হবে। ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক আসরের। ভিত্তিতে রাজ্য দল গঠন করতে হবে। অবশ্য এটাই যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না হয় মাঠ তৈরির কোন ফায়দাই হয়তো চায় টিসিএ-র কর্মকর্তারা। কারণ ক্রিকেটের তোলা যাবে না। দুর্ভাগ্য, এখানেই ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র উন্নয়ন তাদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি অদুরদর্শীতা চোখে পড়ছে। টিআইটি মাঠে আন্তর্জাতিক শুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেদের ক্ষমতা জাহির করা।ক্ষমতার স্টেডিয়ামের পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে কিছু মাঠ তৈরি হচ্ছে। অলিন্দে থেকে নিজেদের স্বার্থ পূরণ করাই তাদের মূল টিসিএ-র পূর্বতন কমিটিগুলি ওই সব জায়গায় মাঠ তৈরির লক্ষ্য। এই অবস্থায় ক্রিকেটপ্রেমীরা মোটেই আশাবাদী উদ্যোগ নিয়েছিল। বর্তমান কমিটি সেই কাজটাকে এগিয়ে নয় যে, এই কমিটি ক্রিকেটের উন্নয়নে আদৌ কিছু নিয়ে যাচ্ছে।টিসিএ-র কার্যকর্তারা মাঝে মাঝেই দল বেঁধে করবে। দুইটি মাঠ তৈরি করেই যদি কোন কমিটি দাবি সেসব মাঠ পরিদর্শনে যাচ্ছেন। আশার কথা শুনিয়ে করে আমরা সফল তাহলে আর কারোর কিছু বলার যাচ্ছেন। অথচ অবাক করার মতো বিষয় হলো, মাঠ থাকবে না। ভ্রান্ত পথে চলতে শুরু করেছে টিসিএ। এর তৈরিতে তারা যতটা আন্তরিক ক্রিকেটিয় কার্যকলাপ শেষ কোথায় তা নিজেরাও সম্ভবত জানে না। পথ চলা শুরুর ব্যাপারে ততটাই উদাসীন। এ এক অদ্ভূত দ্বিচারিতা। শুরু করলে একটা গন্তব্যে পৌছাতে হয়। পথিকের এটাই একদিকে নিজের ঢাক নিজে পেটানো, অন্যদিকে পুরো প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু টিসিএ হলো এক পথিক যে নিজেই কাজটাকে বেসামাল করে দেওয়া এটাই বর্তমান কমিটির জানে না তার গন্তব্যস্থল কোথায়।

ক্রীড়া দফতরে হচ্ছে শুধু অফিসার বৃদ্ধিই

৮ বছর ধরে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরির দরজা কিন্তু তালা বন্ধ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘ আট বছর হিসাবে কিন্তু চাকুরি হয় না। যদিও আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ তবে ধরেই রাজ্যে বেকার কি রাজ্যের খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ এক প্রকার অন্ধকারে? যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে দীর্ঘ আট বছর ধরে জুনিয়র পিআই পদে কোন চাকুরি বা নিয়োগ নেই। কিন্তু আট বছর ধরে নতুন করে জুনিয়র পিআই পদে কোন চাকুরি বা নিয়োগ না হলেও যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে কিন্তু অফিসার তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত। কিছুদিন পর পর ক্রীড়া দফতরে উপ-অধিকর্তা, সহ-অধিকর্তা, স্পোর্টস অফিসার পদে প্রমোশন হচ্ছে। দেখা গেছে, গত আট বছরে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে নতুন করে জেলা ও মহকুমা স্পোর্টস অফিস চালু হলেও নতুন করে কোন জুনিয়র পিআই পদে চাকুরি নেই।২০১৪ সালে বাম আমলে জুনিয়র পিআই পদে শেষবারের মতো নিয়োগ হয়েছিল। জানা গেছে, ২০১৭ সালে জুনিয়র পিআই পদে নিয়োগের একটা উদ্যোগ নেওয়া হলেও ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পর তাও বাতিল

খেলোয়াড়দের সামনে ক্রীড়া দফতরে জুনিয়র পিআই পদে চাকুরির রাস্তা বন্ধ। তবে আট বছর ধরে ক্রীড়া দফতরে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরি বা নিয়োগ বন্ধ থাকলেও দফতরে ঘন ঘন প্রমোশন, নির্বাচিত কিছু অফিসারের পুনরায় চাকুরির ঘটনা নাকি অব্যাহত। কিছুদিন আগে ক্রীড়া দফতরে ইয়ুথ অফিসার পদেও প্রমোশন হয়। ১৯৮৮-৯২ জোট আমলে রাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক জুনিয়র পিআই ও পিআই পদে চাকুরি হয়েছিল। বাম আমলেও চাকুরি হয়। কিন্তু রাজ্যে সাড়ে তিন বছরে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে একজনও বেকার খেলোয়াড় জুনিয়র পিআই পদে চাকুরি পায়নি বলে অভিযোগ। যদিও এতদিন রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরির সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল ক্রীড়া দফতরে। রাজ্য পুলিশে বা টিএসআর-এ কিছু সংখ্যক খেলোয়াড়ের চাকুরি হয় ঠিকই তবে তাদের খেলোয়াড়

রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে শাসক দলের ভিনরাজ্যের নেতাদের ঘোষণা ছিল যে, সরকার ক্ষমতায় এলে বছরে ৫০ হাজার চাকুরি হবে। সেই হিসাবে সাড়ে তিন বছরে যেখানে প্রায় ১.৭৫ লক্ষ সরকারি চাকুরি হওয়ার কথা ছিল সেখানে কত জনের চাকুরি হয়েছে? তবে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরির যেখানে সবচেয়ে বেশি সুযোগ সেই ক্রীড়া দফতরে শূন্য। কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই দলের সরকার। কিন্তু এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরির কোন খবর নেই ক্রীড়া দফতরে। আর এতে করে বলা চলে, রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। এখন দেখার, বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র এক বছর যখন হাতে তখন রাজ্য সরকার রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের জন্য ক্রীড়া দফতরে বিশেষ করে জুনিয়র পিআই পদে নিয়োগের জন্য আদৌ কোন পদক্ষেপ নেয় কি না।

কামিন্স, কুইন্টন ডি'ককের। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টোধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

"স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা' Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura क्विचिएवर Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur 9436940366

লরির চাকায়

পিষ্ট শিশুকন্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ৫ বছরের শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু। মঙ্গলবার ধর্মনগরের বাগবাসা ফাঁড়ির অন্তর্গত টংছড়া এলাকায় মৰ্মান্তিক এএস০১জিসি৮৩৮৩ নম্বরের ১০ চাকার সিমেন্ট বোঝাই লরি আপার শিলং থেকে দামছড়ার উদ্দেশে আসছিল। বাগবাসার টংছড়া এলাকায় আসার পর সেই লরির নিচে চাপা পড়ে ৫ বছরের তামিনা বেগম। তার বাবার নাম মঙ্গল সিং এবং মা রায়না বেগম। মঙ্গল সিং পেশায় দিনমজুর। ঘটনার পর লরি চালক গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বাগবাসা ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় চালক-সহ ঘাতক লরিটি আটক করা হয়। অভিযুক্ত চালকের নাম সারমান উদ্দিন। শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন শিশুটি ঘটনার সময় রাস্তার পাশেই ছিল। কোন কারণে সে রাস্তার উপরে চলে আসে। তখনই লরিটি তাকে ঘটনাস্থলেই পিষে দেয়। পুলিশ এসে শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিশুর মৃত্যুর খবরে তার মা-বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। টিআরটিসি-তে চালু হয়ে গেলো রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় সপ্তম সিপিসি। চলতি মাসের প্রথমদিনেই বেতন হয়ে গেলো বিগত মাসের। যা বিরলতম ঘটনা বলে অনেকে মনে করছে।জানুয়ারি মাসের বেতন ফেব্রুয়ারি ১ তারিখ ঘটনা বিরল বলেই টিআরটিসি'র কর্মচারীরা মনে করছে। তাছাডা সপ্তম বেতন কমিশন চালু করার

সদ্যোজাত'র

মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কল্যাণপুর, ১ ফেব্রুয়ারি।।

বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়া

লাগলেও সমাজ যে এখনো

পরিবর্তিত হয়নি তা আবারও এ

ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

যা সমাজের সচেতন মহলকে

প্রতিদিন ভাবাচ্ছে। এমন কিছু ঘটনা

প্রতিদিন ঘটছে যা প্রত্যেককে

শিহরিত করে তুলছে। মঙ্গলবার

কল্যাণপুর থানা এলাকার দক্ষিণ

ঘিলাতলী পালপাড়া পাকা সেতুর

নিচে ছড়ার জলে পলিথিনের ব্যাগে

মাতৃশক্তি হেনস্থাকারীকে

পদোন্নতির প্রস্তুতি, ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। এটাই স্বচ্ছ প্রশাসনের

নমুনা! অধস্তন কর্মীকে শ্লীলতাহানি মামলায় অভিযুক্তকে উঁচু পদে পদোন্নতি

দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল অর্থ এবং পরিসংখ্যান দফতর। যুগ্মঅধিকর্তা

হিসেবে অভিযুক্ত অফিসারকে পদোন্নতি দিতে ফাইলও পাঠিয়ে দেওয়া

হলো টিপিএসসিতে। যদিও অভিযুক্ত অফিসারের নামে আদালতে মামলার

ট্রায়াল চলছে। কিন্তু তার জন্য যাবতীয় প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া

হচ্ছে। অভিযুক্ত'র নাম চিরঞ্জীব ঘোষ। তিনি বর্তমানে অর্থ এবং পরিসংখ্যান

দফতরে ডিস্ট্রিক্ট স্টেট অফিসার হিসেবে কর্মরত। মঙ্গলবার লাঞ্ছিত মহিলা

কর্মচারীর আইনজীবী প্রশান্ত কুমার পাল সাংবাদিকদের সামনে এই তথ্যগুলি

তুলে ধরেন। পশ্চিম জেলার সিজেএম আদালতের ৫নং কোর্টে চিরঞ্জীব'র

বিরুদ্ধে মামলা চলছে। আদালতে মামলার নম্বর সিআরসি(ডব্লিউপি)

১৪৬/২০২০। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪(১) (এ) ধারায় ট্রায়াল চলছে।

অভিযোগ, অর্থ এবং পরিসংখ্যান দফতরের এক মহিলা কর্মীকে অফিসেই

শ্লীলতাহানি করেন চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব এবং তার স্ত্রী একই দফতরে কর্মরত।

জনজাতি অংশের মহিলা কর্মীকে শ্লীলতাহানি করার বিচার চেয়ে দফতরের

অধিকর্তার কাছে আবেদন করা হয়েছিল। বিচার না পেয়ে ওই মহিলা থানায়

মামলা করেন। এই মামলার আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। যথারীতি

মামলার ট্রায়াল শুরু হয়েছে। প্রশান্তবাবুর দাবি, শুনানিতে প্রত্যেকদিনই

হাজির থেকেছেন চিরঞ্জীব। তিনি আবার আদালতে হাজিরার দিন সরকারি

অফিসেও উপস্থিত দেখিয়েছেন।এটা কিভাবে সম্ভব? যদি এমন করে থাকেন

এটাও বেআইনি। এর জন্য সরকারি দফতর থেকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া

উচিত। কিন্তু স্বচ্ছ প্রশাসনে এই ব্যবস্থা আর হয় না। কর্মস্থলে মহিলা

নির্যাতনকারীকে উল্টো পদোন্নতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে

গেছে। পদোন্নতির জন্য নামও পাঠানো হয়ে গেছে টিপিএসসিতে।

অথচ, নিয়মানুযায়ী কোনও কর্মচারীর নামে আদালতে মামলা চললে

তার পদোন্নতি দেওয়া যায় না। এটাই হয়ে থাকে। কিন্তু স্বচ্ছ

লেখা পর্যন্ত পুলিশ অস্বাভাবিক

মৃত্যুর মামলাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছে

ঘটনাটিকে। এলাকার মানুষও

চন্দনার মৃতদেহ দেখে সন্দেহ প্রকাশ

করেছেন। কারণ, মৃতদেহটি

যেভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল তা

দেখলে যে কারোর সন্দেহ হওয়ার

কথা। মৃতার ভাইও অভিযোগ

করেছেন, তার বোনের উপর

ক্রমাগত নির্যাতন চলতো। ৫ বছর

আগে সিধাই মোহনপুরের যুবতি

চন্দনা মালাকারের সাথে

সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল

বিশালগড় ধনছড়ি এলাকার সজল

মালাকারের। তারপর তাদের এক

পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু গত ২

বছর ধরে চন্দনা মানসিকভাবে

অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে তার

এরপর দুইয়ের পাতায়

শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দাবি।

প্রশাসনের মুখে কালি মেখে এই চেষ্টাও শুরু হয়ে গেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। বাপের

বাড়ির লোকজন কোনভাবেই মেনে

নিতে পারছেন না চন্দনা আত্মহত্যার

পথ বেছে নিয়েছে। তাদের সন্দেহ

চন্দনার মৃত্যুর পেছনে লুকিয়ে আছে

রহস্য। বিশেষ করে মৃতার ভাই

সরাসরি অভিযোগ করেছেন, তার

বোন নির্যাতনের জেরেই

আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

বিশালগড় থানাধীন ধনছড়ি

এলাকায় মঙ্গলবার সকালে এক

গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায়

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশালগড়

মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে

গিয়ে চন্দনা মালাকারের মৃতদেহ

উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে

আসে। বাপের বাড়ির লোকজনের

তরফ থেকে ঘটনা নিয়ে সন্দেহ

প্রকাশ করা হলেও রাতে সংবাদ

এরপর দুইয়ের পাতায়

জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার টিআরটিসি কর্তৃপক্ষ সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কর্মচারী নেতা সমর রায়। এদিকে টিআরটিসি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তর্ফে সাধারণ সম্পাদক দীপক দাস বলেছেন, টিআরটিসি'র শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে খুশির হাওয়া দীর্ঘ প্রায় কৃডি বছর পর ২০২২ সালে জানুয়ারি মাসের বেতন মাসের প্রথম দিন

টিআরটিসি'র বর্তমান এমডি ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ কুমার দাসের প্রচেষ্টায় বেতন হওয়া, রাজ্য সরকারের ন্যায় ৭ম সিপিসি চালু হওয়ায় এবং রাজ্য সরকারের ঘোষণা অন্যায়ী টিআরটিসি'র শ্রমিক কর্মচারীদের অ্যাডহক প্রমোশন হওয়ায় টিআরটিসি'র বর্তমান এমডি টিআরটিসি-কে জনকল্যাণমুখী করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাহাতে

ইউনিয়নের সভাপতি সমর রায় এবং সাধারণ সম্পাদক দীপক দাস আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং আগামীদিনে টিআরটিসি'র উন্নয়নে ও শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থে সরকার যে পরিকল্পনা নেবেন তাহাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন বলে সমর রায় ও দীপক দাস জানায় এবং সমস্ত কর্মচারীদের কাছে কাজে ঝাঁপিয়ে পডারও আবেদন রাখেন।

বীণাপাণি দেবনাথ শাসক দলের

ওবিসি মোর্চার নেত্রী ছিলেন ২৯১৫

থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। তাঁর

ছেলে নেশায় আসক্ত ছিল।

নেশামুক্তি কেন্দ্রেও ভর্তি ছিল বেশ

কিছু দিন। সংগত কারণেই পুরো

ঘটনা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।

থাকবেও। কিন্তু তার চেয়েও বড়

প্রশ্ন হলো , শাসক দলের নেত্রী

হলেই পুলিশের হাত থেকে

অভিযুক্তকে ছিনিয়ে আনা যায়?

আইনের পানা কি ওদের জন্য নয় ?

আবার বিপরীত প্রশ্নও খুব

স্পর্শকাতর শোনায় যখন শাসক

দলের নেত্রী হয়েও ঘন্টার পর ঘন্টা

থানায় বসে থেকেও অভিযোগের

রিসিভ কপি পাওয়া যায়না। তখন

নিখোঁজ লাঞ্ছিত নাবালিকা সহ ধর্যক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

মামলা করার পর বাড়ি থেকে নিখোঁজ নাবালিকা। পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না ধর্ষণে অভিযুক্তকেও। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেই গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার মা এবং বোন। এমনকি থানায় গেলে পুলিশ খারপ ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্তের নাম গুড্ছু দেব।তাদের আসল বাড়ি ধর্মনগর হলেও থাকে আগরতলা রেল কোয়ার্টারে। গুড়ু'র বাবা রেলওয়েতে সাফাই কর্মী হিসেবে কর্মরত। ৪ দিন ধরে নাবালিকা মেয়েকে না পেয়ে সাংবাদিকদের কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ তুলে ধরেছেন নাবালিকার মা এবং বোন। নাবালিকার মা জানিয়েছেন, ফেসবুকে গুড়্ব সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার নাবালিকা মেয়ের। তাদের অজান্তে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। গত কয়েকদিন ধরেই মেয়ের মন খারাপ দেখে তারা বুঝতে পারেন।বিচার চেয়ে গুড্ডু'র বাবার কাছে যান তারা। কিন্তু গুড্ডু'র বাবা দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশও খারাপ ব্যবহার করে। ৪ দিন ধরেই তাদের মেয়ের খোঁজ নেই। পুলিশের কাছে গেলে ঠিকভাবে কথাও বলছে না। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সামনে এনিয়ে অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার পরিবার। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, গুড্ডু'র বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে আমতলি থানা। গুড্জুকে থেফতার করতে পুলিশ রেল

এরপর দুইয়ের পাতায়

গাড়ি /Commercial **Plot for Rent**

কোয়ার্টারে গিয়ে তাকে খুঁজে

একটি প্রাইভেট TATA SAFARI গাড়ি Tip Top condition এ ভাড়া দিতে ইচ্ছুক এবং আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে Commercial 1000 Sqft, 1st Floor / basement এর property কাজ চলাকালীন অবস্থায় ভাড়া দিতে ইচ্ছুক অতিসত্তর ফোন করুন-

> 7642844208 (Whatsapp)

ফেলেই পালিয়ে যায় ছিনতাইবাজ

গৌরব বাহিনী। বীণাপাণি

দেবনাথের বাড়ি থেকে আগরতলা

পূর্ব থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ

আসে। বাইকটি উদ্ধার করে। তাতে

নেশা সামগ্রী পাওয়া যায়। অভিযোগ

বীণাপাণি দেবনাথের। পুলিশ

কর্তাদের কথামত জিবি হাসপাতাল,

তারপর পূর্ব থানায় গিয়ে মৌখিক

অভিযোগ জানান বীণাপাণি

দেবনাথ। কিন্তু ক্লাইমেক্স চরমে উঠে

ঐদিন রাতে। য়খন বীণাপাণি

দেবনাথ ও তাঁর ছেলে এবং স্বামী

সহ লিখিত অভিযোগ জমা দিতে

পূর্ব থানায় গেলে। বীণাপাণি

দেবনাথের অভিযোগ, রাত ৮ টায়

অভিযোগ জমা দিলেও ১০ টা পর্যন্ত

পুলিশ তাদেরকে রিসিভ কপি

দেয়নি। উল্টো পুলিশ বীণাপাণি

দেবনাথের ছেলেকে আটকে

রাখতে চেস্টা করে। পুলিশের

বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ

রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বীণাপাণি

দেবনাথ বলপূর্বক পুলিশের হাত

থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে

আসেন পুলিশকে বুড়ো আঙ্গুল

দেখিয়ে। উল্লেখ করার বিষয় হলো,

7085917851

I, Nilima Saha, C/o

Sandipan Saha, Resi-

dent of Kalibari / Ward

No. 28, Badharghat,

Agartala, Tripura (W)

have changed my

name to Lilima Saha

vide Affidavit dated

31-01-2022 for all fu-

ture purposes.

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। চোর পুলিশ খেলা আগে শুনতাম। চোর-পুলিশ আঁতাত শোনা যায়নি। আধুনিক ও গণতান্ত্রিক এব্যবস্থায় চোর-পুলিশ আঁতাত কার্যত জলভাত। আর তাদের সাথে যদি রাজনৈতিক নেতানেত্রীর দহরম মহরম থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা। থানা পুলিশকে জুজুর ভয় দেখিয়ে পুলিশের সামনে থেকে আসামি ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া তাদের বাঁ হাতের খেল। স্মার্ট সিটি আগরতলার এখন এটাই রোজ নামচা। গত তিন দিন আগের ঘটনা। ধলেশ্বর ১১ নাম্বার রোড।বীণাপাণি দেবনাথের বাড়ি। সকাল আটটা নাগাদ শীতের সকালে শ্রীমতী দেবনাথের ছেলে ও নাতি বাড়ির দরজায় রোদে বসেছিল। আচমকা একটা বাইক এসে থামলো। তাতে সওয়ার পাড়ারই পরিচিত যুবক গৌরব। পেছনে একটু দুরে আরকটা বাইকে অপরিচিত দুই যুবক। ততক্ষণে গৌরবের প্রশ্ন, নারায়ণ দাসের বাড়ি ? প্রশ্নের উত্তর শোনার সময় নেই। আচমকা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বীণাপাণি দেবনাথের ছেলের গলা থেকে চেইনটা নিয়ে যায়। পাশে ছিলেন মাসী। বাধা দিতে গেলে ছিনতাইবাজ গৌরব বাহিনীর হাতে প্রচন্ড মার খান। আহত হয়। এই সময়ের মধ্যে বীণাপাণি দেবনাথের ছেলে বাধা দিতে গেলে

GRAMMAR & **SPOKEN**

সেও আহত হয়। তবে বাইকটি

আটকে রাখতে সক্ষম হয়। বাইক

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar Spoken, Written 9 Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9863451923

8837086099

দোকান ভিটি বিক্ৰয়

আগরতলা শহরের মূল বাণিজ্যিক গোলবাজারের বড় রাস্তার পাশে একটি দোকান ভিটি অতিসত্বর বিক্রয় হবে কেবল মাত্র ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন এই নম্বরে।

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 9436124466 9862050131

AFFIDAVIT Sri Litan Debnath

S/o Sachindra Debnath of Vill- Birchandranagar, P.o- Takchara, P.S- Santir Bazar, Dist-South Tripura, aged about 35 years, by nationality, Indian, by Profession- Service.

Information:

1. My actual name is Litan Debnath but in some of my documents, my name mentioned as Litan Kr. Debnath in place of Litan Debnath.

2. I, Sri Litan Debnath and Litan Kr. Debnath is the same person. Affidavit Dt. 23/12/ 2021.

NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবীরা VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তারা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়দের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোর্সে

Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura Ph: 7005605004 / 9774349322

এপ্রশ্ন উঠতেই পারে, ত্রিপুরা নেশামুক্ত হবে কবে? অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসার পরই ওয়াদা রেখেছিলেন ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত করবেন। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি।

১০ গ্রাম ঃ ৪৮.৩৫০ ভরি ঃ ৫৬,৪০৮

সোনার বাজার দর

বিজ্ঞপ্তি

ছাদকে মনোরমভাবে সাজাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার ছাদকে বিভিন্ন গাছ ও ফুল গাছ দিয়ে মনোরম করে সাজিয়ে দেব। আমাদের ফোন নং-

Mob - 9436546533 7642844343 9862769266 9862135964

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ধর্ষণের

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS

We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders. **Other Activities:**

Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

For Farmers only

Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc. For details

MAA ENTERPRISE

Kumarghat, Unokoti, Tripura (M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220



ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ফেব্রুয়ারি।। শাসন করতে গিয়ে মেয়েকে চিরদিনের জন্য হারালেন মা-বাবা। এখন শুধু মেয়ের ছবি হাতে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কেঁদে চলেছেন তারা। মঙ্গলবার বিশালগড় থানাধীন ১নং চন্দ্রনগরের ১৮ বছরের ছাত্রী রত্না ভৌমিক নিজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার সময় তার মা-সহ পরিবারের লোকজন বাড়িতেই ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতেই ছাত্রী ঘরের দরজা লাগিয়ে দেয়। বাইরে থেকে তারা চিৎকার করলেও রত্না দরজা খুলেননি। যতক্ষণে মা-সহ পরিবারের অন্যরা মিলে ঘরের দরজা খুলেছেন, ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। রত্নাকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় বিশালগড় হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ছাত্রীকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছাত্রীর মা জানান, মেয়েকে কোন একটি বিষয় নিয়ে তিনি বকাঝকা করেছিলেন। এরপরই নাকি মেয়ে রাগান্বিত হয়ে ঘরে চলে যায়। তারাও ভাবতে পারেননি রত্না এই ধরনের কোন পদক্ষেপ নেবে। এদিন দুপুরে ময়নাতদন্তের পর রত্নার মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশও ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে। তারা এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়েছে। মেয়ের মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। এরপর দুইয়ের পাতায়

বেআইনিভাবে গাড়ি বিক্রির চেন্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফেব্রুয়ারি।। আবারও বেআইনি উপায়ে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বের করে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। শুধু তাই নয়, এই গাড়ি আবার ওএলএক্স'এ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে তিন যুবক। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৭ এপ্রিল চড়িলামের রাজীব কলোনির বাসিন্দা রাকেশ দাস একটি বলেরো ম্যার বিক্রি করনে। গাড়িটি উদয়পুরের ধজনগরের শংকরের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। গাড়িটি তখন একটি বেসরকারি ফিনান্স সংস্থার টাকা ঋণ সহ বিক্রি করা হয়। এক বছর আগে এই গাড়িটি ওএনজিসিতে ভাড়া দেওয়া হয়। ঘটনায় শংকর এবং রাকেশ মামলা সম্প্রতি ফিনান্সের টাকাও পরিস্কার করে দেন শংকর। এরপরই গাড়ির মূল মালিক রাকেশকে ফোন করে

মালিকানা পরিবর্তনের জন্য আসতে বলে। কিন্তু এর মধ্যেই প্রতারণা ধরা পড়ে। গাড়িটির বেআইনি কাগজ বের করে বিক্রির চেষ্টা হয়। গাড়িটি কিনতে যান উত্তর চডিলামের বাসিন্দা জালাল মিঞা। তিনি গাড়িটি রাকেশের চিনতে পারেন। রাকেশকে ফোন করে তার গাড়িটি বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানান। রাকেশ তখন জানিয়ে দেন, গাড়িটি আদালতে হলফনামা করে শংকর দেবনাথের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। শংকরকে তখন খবর দেওয়া হয়। তিনি তখন জানান, গাড়িটি ভাড়া দেওয়া আছে। বিক্রি করতে তিনি দেননি। অথচ গাডিটির অন্য মালিকানার নামে কাগজ বের করে বিক্রি করার চেষ্ঠা হয়েছে। এই করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে গোটা ঘটনা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা এরপর দুইয়ের পাতায়

Honorary Ph. D Degree

Universal Peace University এবং Indian Universal Education Trust এর পক্ষ থেকে ত্রিপুরার ওডিষি নৃত্যশিল্পী 🎎



শ্রীমতি রীমা ব্যানার্জীকে গত 12/7/2021 এ উনার অসাধারণ নৃত্যচর্চার জন্য উনাকে Honorary Doctorate Degree তে ভূষিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে উনি অফিসলেনস্থিত রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার শ্রী দিবেন্দ্য ব্যানার্জীর কনিষ্ঠ কন্যা। উনার এই সাফল্যে পরিবার এবং উনার বন্ধুবান্ধব সবাই খুশি।

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কস্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন দস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি দমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী. প্রেমিক বা প্রেমিকা. সস্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন গারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিক সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

Contact - Popular Computer Academy

